প্রতাপগড়ের
বাঘনখ
রহস্য
বিরাজ ভদ্র

প্রতাপগড়ের বাঘনখ রহস্য

বিরাজ ভদ্র

পরিবেশক

এন. ভট্টাচার্য এণ্ড কোং

১৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

ছোট ছেলে মেয়েদের কাছে শর্মিলা প্রকাশনীর আরেকটি রোমাঞ্চকর উপহার

এর মধ্যে আছে ছোট ছেলে পৃথ্বিরাজের রোমাঞ্চকর অভিযানের কথা, প্রতাপগড়ে এখনকার বাঘনখ রহস্যের কথা, পড়তে পড়তে তোমাদের ইচ্ছা করবে পৃথ্বিরাজের মত এই শিহরণ জাগানো রোমাঞ্চকর অভিযানের সঙ্গী হতে।

এক

ছয়ই ডিসেম্বর পৃথ্বীরাজের দিদি তিতিলের জন্মদিন, আগের দিন বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। পৃথ্বীরাজের মনে তাই ছুটির মেজাজ, বন্ধুদের সঙ্গে খেলে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেই দেখে. খুব হৈচৈ হচ্ছে। গাড়ি বারান্দায় পরিচিত বিলেতি সাইকেলটি দাঁড় করানো। অর্থাৎ ফাদার হেভিলিংক অল্‌রেডি এসে গেছেন। খুব ছোটবেলা থেকেই ফাদার তিতিলকে দেখছেন। বলতে গেলে চোখের সামনেইতো বড় হয়ে উঠলো তিতিল! প্রতিবছরের মত এবারও এসেছেন, জন্মদিনে তিতিলকে আশীর্বাদ জানাতে।

ফাদার হেভিলিংক ডাব্‌লিনের লোক। অনেক বছর আগে মিশনারী হিসেবে এসে বাংলাদেশকে ভালবেসে ফেলেছেন। উনি আবার পৃথ্বীরাজ-তিতিলদের স্কুলে ইতিহাস পড়ান।

বসবার ঘরে ঢুকেই পৃথ্বীরাজ দেখলো, মার মুখ গম্ভীর। এতক্ষণ নিশ্চয়ই তাহ'লে ওর পুণে-মহাবালেশ্বর বেড়াতে যাওয়া নিয়েই কথাবার্তা চলছিল। কাল বাদে পরশু আটই ডিসেম্বর পৃথ্বীরাজ অন্য ছাত্রদের সঙ্গে যাবে এক্সকারসনে। ত্রিশজন ছাত্র, তিনজন শিক্ষক, ফাদার হেভিলিংক হবেন দলপতি। মার ঘোরতর আপত্তি, দিদি তিতিলও নারাজ. শুধু বাবার আগ্রহেই পৃথ্বীরাজ এবার বম্বে-পুণে-মহাবালেশ্বর বেড়াতে যেতে পারছে।

ঘরে ঢুকতেই ফাদার বললেন ঃ হ্যালো পৃথ্বীরাজ, আর ইউ রেডি ফর দ্য জার্নি ?

গুড্‌ ইভ্‌নিং ফাদার। আমি রেডি।

পৃথ্বীরাজের বাবা পাশেই বসেছিলেন, মা তাঁর দিকে কট মট ক'রে একবার তাকিয়ে বাড়ির ভিতর চলে গেলেন।

ছত্রপতি শিবাজীর স্মৃতিতে ভরা পুণে-মহাবালেশ্বরে বেড়াতে যাবে

বলে পৃথ্বীরাজের মনে একটা আনন্দের জোয়ার বয়ে চলছিল, অথচ এই বেড়াতে যাওয়া নিয়ে বাড়িতে একটা অশান্তি চলছে বেশ কয়েক দিন ধরে, মা রাণী দেবী ছেলেকে একলা ছাড়তে চাইছেন না। সকালেও একবার বাবা আর মার মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে, ঐ বেড়ানো নিয়ে।

ছেলেকে আসকারা দিয়ে নষ্ট করছ। যা চায় তাই করছ। গত বছর আমার কথা না শুনে ছেলেকে নর্থ-লখিমপুর যেতে দিয়ে কি বিপদে পড়েছিলে, তা ভুলে গেছ ?

সত্যি সেবার খুব সাংঘাতিক বিপদে পড়েছিল পৃথ্বীরাজ। চোরা শিকারী আর মাক্‌না হাতি অধ্যুষিত জঙ্গলে ওকে বন্দী করে রেখেছিল বহুদিন চোরা শিকারীরা।

সেকথা মনে পড়ায়, একটু চুপ করে থেকে, পৃথ্বীরাজের বাবা বলেন ঃ এবার একলা মোটেই যাচ্ছেনা। ফাদার হেভিলিংক সঙ্গে আছেন। চৌদ্দ বছরের ছেলেকে আঁচলের আড়ালে রাখলে, ও একটা কাওয়ার্ড্ ছাড়া আর কিছু হবে না ভবিষ্যতে।

কিন্তু পুণে-মহাবালেশ্বর বাড়ির কাছে নয়। ছেলেটার আপদ বিপদ শরীর খারাপও তো হ'তে পারে! বাণী দেবী আঁচলে চোখ মোছেন।

তেমন দরকার হ'লে তোমার বড়দা তো আই. আই. টি. পাওয়াই-এ আছেন। আর শরীর খারাপ ত কলকাতাতে থাকলেও হতে পারে। তুমি আবার ওকে আর্মি-অফিসার বানাতে চাও। আসলে চাও ও একটা কাওয়ার্ড্ হয়ে থাক। আরও উনত্রিশটা ছেলেও তো যাচ্ছে। তাদের বাড়িতেও কি গৃহযুদ্ধ চলছে ?

জিজ্ঞেস ক'রে দেখ গিয়ে কার বাড়ি কি হচ্ছে। তোমার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করেনা—বাণী দেবী আবার চোখ মোছেন।

আসলে বাণী দেবীর মনটা নরম। পৃথ্বীরাজের বাবা বলেন মাঝে মাঝে ঃ তোদের মায়ের দু'চোখের পিছনে মাইথন আর পাঞ্চেত ড্যাম আছে। মাঝে মাঝেই তার জল উপছে পরে।

একটু পরে বাণী দেবী প্লেটে কিছু কেক, ফল আর সন্দেশ নিয়ে ঘরে এলেন। ফাদারকে বললেনঃ এটুকু খেয়ে নিন। কেক আপনার তিতিল বানিয়েছে। প্লেট হাতে নিয়ে ফাদার বললেনঃ থ্যাংকু ম্যাডাম। থ্যাংকু তিতিল।

তারপর পৃথ্বীরাজের বাবাকে বললেনঃ মহাবালেশ্বর খুব সুন্দর জায়গা। চারিদিকে শিবাজীর অনেক ফোর্ট ছড়িয়ে আছে। ছেলেরা ট্রেকিং করবে, খুব এনজয় করবে।

বাণী দেবীকে বললেনঃ ম্যাডাম, আপনি শুধু শুধু ভাবছেন। ত্রিশজন ছেলেকে নিয়ে আমরা তিনজন টীচার যাচ্ছি। ভয়ের কিছু নেই।

ঠিক তখনই কলকল হাসি ছড়িয়ে তিন চারটে মেয়ে বসবার ঘরে এলো। ওরা সবাই তিতিলের বন্ধু। ফাদার সবাইকে চেনেন। ফাদার কে দেখে সবাই ঝংকার দিয়ে উঠলোঃ

গুড্ ইভ্নিং ফাদার।

গুড্ ইভ্নিং মেয়েরা। এসো, এসো, বসো। আজ তোমাদের একটা গল্প বলবো। ফাদারের চারদিকে চেয়ার টেনে সবাই বসলো।

পৃথ্বীরাজ এবার কোথায় বেড়াতে যাচ্ছে জানো? আমার সঙ্গে ওয়েষ্টার্নঘাট পর্বত দেখতে যাবে পরশু দিন! তিতিলের বন্ধু সুমি বললঃ ফাদার ওয়েষ্টার্নঘাট পর্বত এক্জ্যাক্ট্লি কোথায়? ফাদার বলেনঃ ভারতের পূর্ব উপকূলকে বলে করমণ্ডল উপকূল, ঠিক তেমনি ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূল আছে আরব সাগর তীরে। তার দু'টো অংশের দুই নাম। কঙ্কন উপকূল আর মালাবার উপকূল। তবে সব দিক থেকে পশ্চিম আর পূর্ব উপকূল আলাদা-রকমের। পশ্চিম উপকূল বরাবর ওয়েষ্টার্নঘাট পর্বত মালা চলে গেছে মহারাষ্ট্র থেকে কেরালা পর্যন্ত। ওয়েষ্টার্নঘাট পর্বত মালাকে পশ্চিম ঘাট পর্বতমালাও বলে। অনেকে বলে সহ্যাদ্রি হিল রেঞ্জ। পৃথ্বীরাজ বললঃ

দাড়াও ফাদার, এটলাসটা নিয়ে আসি, বলেই সে পড়ার ঘরের দিকে চলে গেল।

মানচিত্র এনে মহারাষ্ট্রের ম্যাপ্ বের ক'রে পৃথ্বীরাজ টেবিলের উপর রাখলো, সবাই ঝুঁকে দেখতে লাগলো। ফাদার তার ধবধবে সাদা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন ঃ

এই দেখ কঙ্কন উপকূলকে ডেকান্ প্লেটো অর্থাৎ তোমাদের দাক্ষিণাত্যের মালভূমি থেকে আলাদা করে রেখেছে ওয়েষ্টার্ন ঘাট বা সহ্যাদ্রি হিলরেঞ্জ। সহ্যাদ্রি হিলরেঞ্জ নীচু হতে হতে দাক্ষ্যিণাত্যের মালভূমির সঙ্গে মিশেছে। এই অঞ্চলে পুণে থেকে বেলগাঁও পর্যন্ত এলাকায় মহারাজা শিবাজী মারাঠা রাজ্য স্থাপন করেছিলেন।

পৃথ্বীরাজ বলল ঃ ফাদার, পড়েছি শিবনরী দুর্গে শিবাজী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আরও কত সব নাম করা দুর্গ আছে সেখানে। নামগুলো শুনলে ভীষণ একসাইটমেণ্ট হয়।

ফাদার বললেন ঃ হ্যাঁ, সেকথা সত্যি। কত বিখ্যাত ফোর্ট— তোর্ণা, পুরন্দর, প্রতাপগড়, রায়গড়, পাণ্ডবগড়, লোহাগড়, বিশালগড়, পানহালা আর সাতারা ফোর্ট। আমাদের দেশেও এত ক্যাসেল্ এত কাছাকাছি নেই।

ফাদার, আমাদের কি ঐসব দুর্গ দেখাবে ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ! সব দুর্গ যেন দখল করতে চলেছেন—তিতিল ঠাট্টা করে। ফাদার বললেন ঃ না না, দুটো দুর্গ শুধু তোমাদের দেখাব, পুরন্দর আর প্রতাপগড় ফোর্ট।

ফাদার হেভিলিংক চলে গেলেন। পৃথ্বীরাজ মাকে বলে ঃ তুমি এত ভাবছ কেন মা ? আমি খুব ভালো ছেলে হয়ে থাকবো। রোজ রোজ তোমায় চিঠি লিখবো।

দুই

পৃথ্বীরাজের মনে অনেকদিনের ইচ্ছা ছিল রাজধানী অথবা গীতাঞ্জলী এক্সপ্রেস্ চড়ে কোথাও বেড়াতে যায়। বড় মামা আই. আই. টি. বম্বের অধ্যাপক। অনেকবার সেখানে যাব যাব করেও যাওয়া হয়নি। এবারও গীতাঞ্জলী এক্সপ্রেসে বম্বে এসে মামাবাড়ী যাওয়া হলো না। ওরা পুণেতে চলে এলো! ডেকান্ কুইন্ ট্রেণে চড়ে, অনেক টানেলের মধ্য দিয়ে সহ্যাদ্রি পর্বতমালা পার হয়ে ওরা পুণে এলো। খাডাক্ ভাস্‌লার ডিফেন্স্ একাডেমি আর পুরন্দর ফোর্ট দেখে পৃথ্বীরাজ পথের কষ্ট ভুলে গেল। তার চেয়ে কিছু বেশী বয়সী ছেলেরা খাডাক্ ভাসলায় ট্রেনিং নিচ্ছে। ভবিষ্যতে ওরা ভারতের সেনাপতি হবে।

পুরন্দর ফোর্টে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে মনে পড়ছিল শিবাজীর কথা। এক সময় ছত্রপতি শিবাজী এখানে চলে ফিরে বেড়াতেন।

পুণে থেকে মহাবালেশ্বর একশ বাইশ কিলোমিটার দূরে। প্রথমে প্রায় আশি কিলোমিটার দক্ষিণে যেতে হবে সাতারা-কোলাপুরের পথ ধরে। তারপর ডানদিকে ঘুরে, কঙ্কন উপকূলের দিকে, পশ্চিমে আরও চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার গেলেই মহাবালেশ্বর।

সহ্যাদ্রি হিলরেঞ্জের উঁচু নীচু পথ বেয়ে মহাবালেশ্বর যেতে পথে পড়ে দুটো বিখ্যাত হিল স্টেশন—'পাঞ্চগণি' আর 'ওয়াই'। পাঁচটি পাহাড়ের উপরে বলে পাঞ্চগণি নাম। আর ওয়াই শহরের পাশ দিয়ে কৃষ্ণানদী যাত্রা শুরু করেছে। সমগ্র দাক্ষিণাত্য পার হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। শিবাজীর সঙ্গে যুদ্ধে যাবার আগে, বিখ্যাত সেনাপতি আফজাল খাঁ শেষ যুদ্ধ ঘাটি স্থাপন করেছিলেন এই ওয়াই শহরে।

মহাবালেশ্বরের চারদিকে দশ বারো কিলোমিটারের মধ্যে প্রায় বারোটি দেখবার মত জায়গা আছে। ঐ জায়গাগুলোকে বলে 'পয়েন্ট।' পয়েন্টগুলো আশপাশের পাহাড়ের চুড়ায় অথবা গভীর খাদের উপরে, বা এক কোণায় পাহাড়ের গায়ে। ঐ সব পয়েন্ট থেকে চারদিকের দৃশ্য মানুষের চোখকে মুগ্ধ করে। মহাবালেশ্বরের কাছাকাছি পয়েন্টগুলো চার থেকে পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত। ঐ সব পয়েন্টগুলো থেকে কৃষ্ণানদী আর কয়না নদীর জঙ্গলে ভরা উপত্যকা দেখা যায়। পাহাড়ের গায়ে গায়ে থোক্ থোক্ জঙ্গল লেপ্টে আছে। গভীর দুর্গম সে জঙ্গল। গাছগুলি কোন কারণে যেন বেশী উঁচু নয়। ডালপালা ছড়িয়ে নিবিড় অরণ্য গড়ে তুলেছে। সেই জঙ্গলে চলাফেরা করতে পারে শুধু অরণ্যবাসীরা, ছোট ছোট জীবজন্তু; আর শংখচূড় সাপ। বিরাট চেহারার কাঁকড়াবিছের রাজত্বও সেই পাহাড়ী জঙ্গলে।

কৃষ্ণা আর কয়না নদীর উপত্যকার অপূর্ব বন্য সৌন্দর্য দেখতে প্রতি বছর হাজার হাজার টুরিস্ট্ আসে মহাবালেশ্বরে। একত্রিশটা হোটেল, তিনটে হলিডে হোম আর দু'টো হলিডে ক্যাম্প ছাড়াও অনেক প্রাইভেট হোটেল-রেস্টুরেন্ট আছে সেখানে। ফাদার হেভিলিংক দুজন শিক্ষক আর ত্রিশজন স্টুডেন্ট নিয়ে এসেছেন। সরকারী হলিডে ক্যাম্পে উঠেছেন।

ভোরবেলা পুণে থেকে রওনা হয়ে দুপুরের আগেই ওরা মহাবালেশ্বর এসেছে। ওদের হলিডে ক্যাম্পের ইনচার্জ মিঃ শ্যামগোবিন্দ পান্‌ছে। ক্যাম্পের মুখেই মিঃ পান্‌ছে ওদের সম্বর্ধনা জানাল:

গুড মর্নিং ফাদার, আশা করি আপনাদের আসতে কোন কষ্ট হয় নি।

গুড মর্নিং, না কোন কষ্ট হয় নি। তবে স্টুডেন্টরা ট্যায়ার্ড। পুরন্দর ফোর্টে কাল ওদের অনেক হাঁটিয়েছি। আজ আরাম করবে সবাই।

বেশ তো। ওরা কখন লাঞ্চ খাবে বলে দিন। আমার লোকেরা সব রেডী করে দেবে।

ওদের হলিডে ক্যাম্প থেকে 'ভীন্না' লেক দেখা যায়, আরও দূরে দেখা যায় 'লিঙ্গমালা' জলপ্রপাত। ভীন্না লেক মহাবালেশ্বরের এক অপূর্ব আকর্ষণ। লেকের চারদিকে পার দেখা যায় না। গভীর জঙ্গল লেকের জলের উপর যেন ঝুঁকে পড়েছে। ছোট ছোট বোট নিয়ে টুরিস্টরা লেকের জলে ভাসছে।

পাহাড়ী হাওয়া আর ভীন্না লেকের হাওয়ায় শরীর যেন জুড়িয়ে গেল। জিনিসপত্র গুছিয়ে ওরা স্নান সেরে, খাবার খেয়ে নিল। তারপর বিশ্রাম। ফাদার লাঞ্চের পর চার্চে চলে গেছেন।

তিন

তখন বেলা প্রায় তিনটে বাজে কি বাজেনি, মিঃ পান্‌ছে এসে বললেন ঃ তোমরা বিকেলে কি বেরুবে না একদম ? ফাদার ফিরে আস্থক, তারপর বলব। তখনই ফাদার ফিরে এলেন। কি করছো তোমরা ইয়ং ফ্রেণ্ডস ?

ফাদার, মিঃ পান্‌ছে জিজ্ঞেস করছেন, আমরা আজ বিকেলে বেরুবো কিনা···বলল টুটুল।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, তোমরা যদি ফিট্ থাক তবে নিশ্চয়ই বেরুবে। আমার মত বুড়ো মানুষেরই ঘরে বসে থাকতে ইচ্ছে করছে না। আমরা খুব ফিট্ আছি ফাদার···বলল বিক্রম। মিঃ পান্‌ছে বললেন ঃ

তবে বম্বে পয়েণ্টে গিয়ে আজ সন্ধ্যায় সূর্যাস্ত দেখবে চলো। এখান থেকে মাত্র চার কিলোমিটার দূরে। সেখানে দাড়িয়ে সূর্যাস্তের অপূর্ব দৃশ্য দেখা যায়। দেখবে কত টুরিস্ট সেখানে হাজির হয়েছে।

সহ-দলপতি প্রিয়বাবু ভূগোলের শিক্ষক, তিনি বললেন ঃ চার-পাঁচ কিলোমিটার পথ কিছু নয়। কিন্তু মিঃ পান্‌ছে, বলুন তো চড়াই কেমন হবে ? খুব চড়াই পথ নয়তো ?

প্রিয়বাবুর ভারিক্কি চেহারা, ভুরিটা বেশ এগিয়ে আছে। ছেলেরা বলে, প্রিয় স্যারের ভুরি আগে আগে চ'লে, ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। মিঃ পান্‌ছে বললেন ঃ বম্বে পয়েণ্টের পথ এমন কিছু খাড়াই নয়। ফাদার তখনই সম্মতি দিলেন।

দলে দলে ট্যুরিস্ট চলেছে বম্বে পয়েণ্টে। বম্বে পয়েণ্ট এমন একটি জায়গা, যেখান থেকে পশ্চিম দিকের বহু পাহাড় দেখা যায়। নীচে চাপ চাপ জঙ্গল উপত্যকায় গালিচার মত ছড়িয়ে আছে। ওরা

সেখানে যেতেই সূর্যের তেজ কমে এলো। পশ্চিম আকাশে ধূসর পাহাড়ের মাথায় সোনার থালার মত নিস্তেজ সূর্যটা যেন ঝুলে রয়েছে। সূর্য যত নীচে নামছে, পাহাড়ে পাহাড়ে তখন রং-এর খেলা চলেছে। অবাক বিস্ময়ে সবাই সেই সূর্যাস্ত দেখছিল।

ক্লাস টেনের ছাত্র পল্লব সেন তন্ময় হ'য়ে সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে কখন যে এক কিনারে চলে গিয়েছিল টের পায় নি। আর একটু সরে এলেই উত্তর দিকের খাদে পড়ে যাবে সে। হঠাৎ পৃথ্বীরাজ পল্লবকে ঐ অবস্থায় দেখে, চেঁচিয়ে ওকে সরিয়ে আনতে গিয়েই পা ফসকালো। সেখানে কোন গাছপালা কিছু নেই, কিছুই সে ধরতে পারলো না। আকুল ছ'টি হাত দিয়ে পাথর ধরতে চেষ্টা করলো, কিন্তু সে পাথরও তার ভার সইতে পারলো না।

প্রথমে একখণ্ড পাথর ; আর তার সঙ্গে সঙ্গে পৃথ্বীরাজ চীৎকার করে উঠেই গভীর খাদে, নীচে অদৃশ্য হয়ে গেল! সন্ধ্যার সেই অল্প আলোতে কেউ নীচের কিছু দেখতেই পেল না, কোথায় পৃথ্বীরাজ তলিয়ে গেল নিমেষে।

হৈ-চৈ চেঁচামেচির মধ্যে কেউ কেউ নীচে নামতে চেষ্টা করল। কিন্তু সাহস করে নীচে নামার কোন পথই পেল না। মিঃ পান্‌ছে এক মুহূর্ত সেখানে অপেক্ষা না করে, চলে গেলেন থানায়।

অনেক লোকজন, আলো, অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে, জঙ্গল কাটা দা' নিয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকের জঙ্গল যতদূর সম্ভব খুঁজে দেখলো। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। পৃথ্বীরাজের কোন সন্ধান পাওয়া গেলনা।

ফাদার হেভিলিংক, অন্য দুজন শিক্ষক আর দলের অন্যরা সেই রাত্রে কেউ ঘুমুতে পারল না। পৃথ্বীরাজের ছ'একজন বন্ধু রাত ভোর কাঁদলো। আকস্মিক ঐ দুর্ঘটনা তাঁদের সবাইকে বিমূঢ় করে ফেলেছে। থানার দারোগা মিঃ ভালেরাও বার বার ছাত্রদের সান্ত্বনা দিলেও কোন ফল হলো না।

চার

পরদিন খুব ভোরে ফাঁদার সবাইকে নিয়ে থানায় এসে দেখেন, দারোগা মিঃ ভালেরাও একটা ছোটখাটো অভিযানে বের হচ্ছেন। ত্রিশ চল্লিশ জন পাহাড়ী জোয়ান লাঠি, জঙ্গল কাটা বড় দা' নিয়ে তৈরী হয়েছে। ফাদারও দলবল নিয়ে ওদের সঙ্গে চললেন।

যেখান থেকে পৃথ্বীরাজ পড়ে গিয়েছিল, তার ঠিক নীচে চাপ চাপ ঘন সন্নিবিষ্ট জঙ্গল। তারও নীচে উঁচু-নীচু পাহাড়ের গা। সারাটা সকাল খুঁজে বাইনোকুলারের একটা ভাঙা অংশ ও ভাঙা কিছু ডালপালা ছাড়া আর কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। বাইনোকুলারের ভাঙা অংশ হাতে নিয়ে ফাদার বললেন ঃ ও লর্ড। এই বাইনো-কুলারটাতো আমিই পৃথ্বীরাজকে ওর গত জন্মদিনে প্রেজেন্ট করেছিলাম। সে কথা শুনে সবাই দুঃখে ভেঙে পড়ল।

যেখানে বাইনোকুলারের টুকরো পড়ে ছিল, সেখান থেকে একটা পায়ে চলা পথ নীচে চলে গেছে। মানুষের চলার পথ নয়। কোন বন্যজন্তু বা শেয়ালদের চলার পথ হয়তো। সে পথ ধরে দুদিকের জঙ্গলের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় ফাদার দলবল নিয়ে এলেন। তার পাশ দিয়ে একটা প্রচলিত পায়ে চলা পথ দুদিকের জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেছে। মধ্যিখানে একটা ছোট পাহাড়ী জলস্রোত পাঁক খেতে গিয়ে ছোট একটা ডোবার মত জলাশয় সৃষ্টি করে, আবার নীচে চলে গেছে। কিন্তু কোথাও পৃথ্বীরাজকে পাওয়া গেল না। তার আর কোন চিহ্নও কোথাও দেখা গেল না।

সেদিন দুপুরেও একদল অনুসন্ধানকারী তন্ন তন্ন করে সমগ্র এলাকাটা খুঁজেও আর কিছু পেল না। ঐ দলে সাতারা জেলার কালেক্টর আর পুলিশ সুপার মিঃ ভোস্‌লেও ছিলেন।

সন্ধ্যাবেলা কালেক্টর আর পুলিশ সুপার হলিডে ক্যাম্পে এসে দেখেন, ছাত্ররা তাদের জিনিসপত্র বাঁধা-ছাঁদা করছে। ওরা পরদিন ভোরে কলকাতা ফিরে যাবে। সারা হলিডে ক্যাম্পে বিষণ্ণতা। ফাদার হেভিলিংক চোখের জল মুছে বুকে ক্রশ্ এঁকে বললেন ঃ

মিঃ ভোস্‌লে আমি মনে কোন মিথ্যা আশা রাখছি না। আমি কী করে পৃথ্বীরাজের বাবা-মাকে ফেস্ করবো, ওহ্ লর্ড।

ফাদার, এরকম ঘটনা আগে এখানে ঘটেনি। তবু আমি বলতে পারি নিরাশ হবার মত এমন কিছু কারণ নেই। মনে হয় আর দু' এক দিন আপনারা থেকে গেলে ভাল হত। ব্যাপারটা আমার কাছে রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে।—মিঃ ভোস্‌লে বললেন।

ইম্‌পসিবল। ছেলেদের মুখের দিকে আমি তাকাতে পারছি না। ওরা যা বুঝবার বুঝে নিয়েছে। আর এখানে থাকতে চাইছে না। কেউ ভালমত খাওয়া দাওয়া করছে না।

কখন যাবেন কাল ?

খুব ভোরে। সন্ধ্যায় বম্বে পৌঁছতে চাই।

সাতারার জেলা কালেক্টর ফাদারকে বললেন ঃ

দেখুন ফাদার, ছেলেটির আহত বা নিহত দেহ আমরা পাই নি। এই এলাকায় নরখাদক জন্তু জঙ্গলে নেই। আর সে জন্যই ছেলেটির কোন চিহ্ন না পেয়ে আমরা সমস্যায় পড়েছি। যত রহস্যময়ই ঘটনাটা হোক না কেন, ছেলেটি যে মারা গেছে একথা আমরা বলতে পারছি না।

পুলিশ সুপার বললেন ঃ আর সে জন্য কোন খবরও ছেলেটির নেকস্ট অফ কিন'-এর কাছে পাঠাতে পারছি না। কিছুক্ষণ থেকে, বিদায় জানিয়ে ওরা দুজনে হলিডে ক্যাম্প থেকে চলে গেলেন।

মহাবালেশ্বরে দু'টো বিখ্যাত মন্দির আছে। মহাবালেশ্বর মন্দির আর অতিবালেশ্বর মন্দির। সেখানে পাথরে খোদাই করা বিরাট

এক গরুর মুখ আছে। প্রবাদ আছে ঐ গরুর মুখই দাক্ষিণাত্যের পাঁচটি বড় নদীর উৎস। স্থানীয় অধিবাসীরা ঐ দুটো মন্দিরে পালায়-পার্বণে দূর দূর গ্রাম থেকে পুজো দিতে যায়।

পৃথ্বীরাজ যেদিন দুর্ঘটনায় পড়ল, সেদিন গোরেগাঁও এলাকার 'মাওলী'রা মন্দিরে পূজা দিয়ে জঙ্গলের সংক্ষিপ্ত পথে ফিরছিল। গোরেগাঁও প্রতাপগড় দুর্গের কাছে, উত্তর দিকের একটি মাওলী অধিবাসীদের গ্রাম। এমনিতে মহাবালেশ্বর থেকে প্রতাপগড় দুর্গ সড়ক পথে প্রায় চব্বিশ কিলোমিটার দূরে। কিন্তু পাহাড়ী জঙ্গলের পথে খুব বেশী হলে দশ-বারো কিলোমিটার হবে।

সেদিন মাওলীরা সন্ধ্যার সময় যখন দুদিকের পাহাড়ের উপত্যকার পথ ধরে যাচ্ছিল তখন ছোট একটা জলাশয়ের কাছে একটি ছেলেকে উবু হয়ে পড়ে থাকতে দেখে। সেখানে এসে হয়ত ছেলেটি জল খেতে চেয়েছিল। ছেলেটির জামা প্যাণ্ট ছিঁড়ে গেছে। কাঁটা ছেঁড়া হাতে পায়ে রক্ত ঝরছে অল্প অল্প। মাওলীদের দলে পুরুষ ও মেয়ে মানুষে মিলে অনেকে ছিল। ওরা ছেলেটির চারপাশে ঘিরে দাঁড়াল। একটা পাহাড়ী কাঁকড়া বিছে হুল তুলে ছেলেটির দিকে যেতেই একজন মাওলী পাথর দিয়ে ওর মাথাটা থেত্‌লে দিল। তখন উপত্যকার মাথায় স্লেট্ রং-এর আকাশ অন্ধকার হয়ে আসছিল। একজন জলের ছিটা চোখে দিয়ে ছেলেটির জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে চাইছিল। বেশ কয়েকবার ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্‌টা লাগায় পৃথ্বীরাজ অতি কষ্টে চোখ মেলে চাইল। চারদিকে চেয়ে বুঝতে পারল না, সে কোথায়! বা' হাতে ভাঙা বাইনোকুলারটা ধরাই রয়েছে। তার সামনে অপরিচিত একদল লোক দাঁড়িয়ে। তারা দেখতে সাঁওতালীদের মত।

পৃথ্বীরাজ পায়ের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ডান পা কাছে টেনে আনতে গিয়েই যন্ত্রণায় প্রায় কেঁদে উঠল। ভয়ে ভয়ে সেদিকে চেয়ে

রইল। তখন ভাঙা হিন্দীতে একজন মাওলী বলল : ভয় নেই, বিছেটাকে মেরে ফেলেছি।

মাথা থেত্‌লে গেলে কি হ'বে, প্রায় তিন ইঞ্চি লম্বা হুল্ ধনুকের মত বেঁকে থর্ থর্ করে কেঁপে উঠছে। খয়েরী রং-এর ভয়ংকর বিষধর পাহাড়ী কাঁকড়া বিছে।

মাওলীদের সর্দার সস্নেহে পৃথ্বীরাজের দেহ হাত দিয়ে তুলে ধরে, ভাঙা হিন্দিতে বলল : তুমি কোথা থেকে এসেছো? এখানে কি করে এলে?

পৃথ্বীরাজ কোন কথা না বলে, ডান হাত মাথার পিছনে বুলিয়ে, সামনে এনে দেখে, হাত রক্তে ভিজে গেছে। রক্ত দেখে আবার পৃথ্বীরাজের মাথা ঘুরে গেল। সর্দারের কোলেই প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেল। অপরিচিত ভাষায় চেঁচামেচি করে তারা পৃথ্বীরাজকে কাধে নিয়ে চলল। তখন পৃথ্বীরাজ সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয়ে পড়েছে!

দু'টো দিন কেটে গেছে। মাওলীরা বনজ ঔষধ দিয়ে পৃথ্বীরাজকে সুস্থ ক'রে তুলেছে। গাছের পাতার ছাউনি দেয়া ঘরের চাল। পাথর কেটে ইঁটের মত বানিয়ে ঘরের দেওয়াল গাঁথা হয়েছে। নীচু নীচু ঘর, নিকানো উঠোন। গায়ে গায়ে জড়ানো ঘরগুলো মিলেমিশে গোরেগাঁও-এর মাওলী গ্রাম। গোরেগাঁও-এর উত্তরে জঙ্গলে ঢাকা নীচু পাহাড়। আর দক্ষিণে নীচু ঢালু জমি। তারও দক্ষিণে হঠাৎ একটা উঁচু পাহাড় যেন দক্ষিণ দিককে সম্পূর্ণ আড়াল করে রয়েছে। ধারে কাছে এত বড় পাহাড় আর একটাও নেই।

পাঁচ

সেদিন বিকেলে মাওলীদের গ্রামের একটি কুঁড়ে ঘরের বারান্দায় একটি মাদুরের উপর পৃথ্বীরাজ বসেছিল। একটু দূরে একটি মাওলী মেয়ে ওর দিকে চেয়ে বসেছিল। মেয়েটির বয়স দশ-বারো বছর হবে। দক্ষিণের খাড়া পাহাড়টি দেখলে মনে হবে অতি দুর্গম। পাহাড়টির চূড়ায় মনে হয় যেন পাঁচিলে ঘেরা একটি দুর্গ রয়েছে।

পৃথ্বীরাজ মাওলী মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল ঃ

তোমার নাম কি ?

হীরামন।

পিছন দিকে দেখ, ঐ পাহাড়ের মাথায় ওটা কি একটা দুর্গ ? কি নাম ওটার ?

ওটা পরতাপ গড়।

পৃথ্বীরাজ চমকে ওঠে। এটাই কি তাহলে সেই বিখ্যাত ফোর্ট ! ছত্রপতি শিবাজীর একটা শক্ত ঘাটি ছিল একদিন। শিবাজী কখনও এই দুর্গে যুদ্ধে হারেন নি। রাবার কাছে শুনেছে সে কথা। হঠাৎ তার বাড়ির কথা, বাবা, মা, দিদির কথা মনে পড়ল। মাওলী সর্দার মহাবালেশ্বরে গিয়েছে। হলিডে ক্যাম্পে গিয়ে ফাদারকে নিয়ে আসবে। ফাদার গাড়ি নিয়ে না এলে পৃথ্বীরাজ যেতে পারবে না। পৃথ্বীরাজ ভাবল, মহাবালেশ্বর গিয়ে বাবাকে চিঠি লিখবে। যা যা ঘটেছে সব কথা লেখা ঠিক হবে না। দূর থেকে বাবা মা দিদি অযথা ভাববে। তার চেয়ে বরং বাড়ি গিয়ে আসর জমিয়ে গল্প বলা যাবে ! স্কুলের বন্ধুরাও সব কথা জানে না। মহাবালেশ্বর গিয়ে ওদের বললেও অবাক হবে তারা।

প্রতাপগড় দুর্গের দিকে তাকিয়ে যখন পৃথ্বীরাজ এসব কথা ভাবছিল, তখন সর্দার ফিরে এলো। সঙ্গে তিনজন লোক। তাদের

একজন হলিডে ক্যাম্পের অফিসার মিস্টার পান্‌ছে। একজন পুলিশ অফিসারও এসেছেন। মহাবালেশ্বরের দারোগা। তৃতীয় ব্যক্তি একজন ডাক্তার।

এরা কেউ মাওলী সর্দারের কথা বিশ্বাস করেনি যে পৃথ্বীরাজ বেঁচে আছে। ওদের চোখের চাহনি দেখলেই তা বোঝা যায়। পৃথ্বীরাজ জিজ্ঞেস করল ঃ মিস্টার পান্‌ছে, ফাদার হেভিলিংক এলেন না, অন্য ছাত্ররা কেউ এলো না ?

না, ওরা আজ ভোরে বম্বে চলে গেছেন।

—অ্যাঁ। বম্বে চলে গেছে ?

পৃথ্বীরাজের মাথাটা একবার ঘুরে উঠলো যেন। এত দূর দেশে তাকে ফেলে রেখে সবাই চলে গেল! একটা টাকাও তার কাছে নেই। সে একা ফিরে যাবেই বা কি করে ? এত দূর দেশে ওকে একলা ফেলে রেখে গেল!

ওরা কবে ফিরে আসবে বম্বে থেকে ?

দারোগা মিস্টার ভালেরাও বললেন, সে কথা পড়ে হবে। ভাবছ কেন, আমরা তো রয়েছি। তোমার কোন চিন্তা নেই। তারপর ডাক্তারবাবুর দিকে তাকিয়ে দারোগা বললেন ঃ ডাক্তার চ্যবন দেখুন-তো ছেলেটি ভালো আছে কিনা। বলে দারোগাবাবু সর্দারকে সঙ্গে নিয়ে একটু দূরে গেলেন। মিস্টার পান্‌ছে কাছে এসে বললেন ঃ 'পৃথ্বীরাজ তুমি ভেব না। তুমি বাবাকে একটা চিঠি লিখবে আজ রাত্রে। কালই আমি কলকাতা পাঠিয়ে দেব।

তা হ'লে ফাদার বম্বে থেকে ফিরে আসবেন না বোধ হয়। কিন্তু কেন!

তুমি কোথায় আছ, কেমন আছ, তা ওরা জানেন না। তাই। —ওরা জেনে যেতে পারেন নি, তুমি বেঁচে আছ।

ওরা ভেবেছে আমি মরে গেছি, তাই না ?

বলেই পৃথ্বীরাজ দুচোখ মুছলো। তাড়াতাড়ি মিষ্টার পান্‌ছে

বললেন !—না, না, তা ঠিক নয়। সাতারা জেলা কালেক্টর কাল তোমায় দেখতে আসবেন। যতদিন তোমার বাবা না আসছেন ততদিন তুমি আমাদের গেস্ট্ হয়ে মহাবালেশ্বরে থাকবে। কেমন ?

অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে ডাক্তার চ্যবন বললেন : হি ইজ পারফেক্টলি অলরাইট। ইট ইজ এ মিরাকল। দারোগাবাবু কাছে এসে বললেন : পৃথ্বীরাজ, কলকাতা ছাড়া এখানে কাছাকাছি তোমার কোন আত্মীয় স্বজন আছেন ! ধর বম্বে বা পুনায় ?

হ্যাঁ, আমার বড় মামা, বম্বে আই, আই টি'তে গণিতের অধ্যাপক।

—ঠিকানাটা মনে আছে তোমার ?

—হ্যাঁ লিখে দিচ্ছি।

—এখানে কেন, মহাবালেশ্বরে গিয়ে লিখে দিও।

সে কথায় কান না দিয়ে পৃথ্বীরাজ ডাক্তার চ্যবনকে বলল : ডাক্তারবাবু, আমার শরীর ঠিক আছে তো ?

হ্যাঁ।

কোন ঔষধ খাবার দরকার নেই তো ?

না, কয়েকটা ভিটামিন ট্যাবলেট্ খেতে পার।

তবে আমি এখন মহাবালেশ্বরে যাব না।

সকলেই অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, সেকি ? এই জংলী বস্তীতে থাকবে ? ছেলেটির কথায় ওরা বিস্ময়ে হতবাক।

হ্যাঁ, আমি বাবাকে কলকাতায় এবং বড়মামাকে বম্বেতে চিঠি লিখে দিচ্ছি। বড়মামা এলে দয়া করে এখানে নিয়ে আসবেন। তার সঙ্গেই আমি মহাবালেশ্বরে যাব।

অনেক বার বুঝিয়েও ওরা পৃথ্বীরাজকে রাজি করাতে পারল না।

দারোগা আবার সর্দারকে নিয়ে একটু দূরে চলে গেলেন। তখন সর্দার বলল : স্যার, ওর বাবা চিঠি পেয়ে কবে আসবে তার ঠিক নেই। ততদিন ওকে নিয়ে আমরা কি করবো ?

আমিই বা কি করবো—দারোগাবাবু রাগে ফেটে বললেন, ওকে বোঝাও, রাজি করাও।

স্যার, আপনি যদি ওর মামাকে 'তার' পাঠান, তা হ'লে হয়তো তাড়াতাড়ি আসবে। সর্দারের দিকে কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে দারোগাবাবু বললেন ঃ মাথায় তো বুদ্ধি আছে বেশ। তবে ছেলেটিকে এখানে নিয়ে এসেছিলি কেন? যদি মারাত্মক ভাবে আহত হ'তো, যদি মরে যেতো? তবে তো তোদের জেলে পুরতাম।

অন্যায় হয়ে গেছে স্যার। তবে ওতো অজ্ঞান হয়েছিল পরের দিনও।

দারোগাবাবু রেগে একবার সর্দারের দিকে তাকিয়ে, সবাইকে নিয়ে জীপে উঠে মহাবালেশ্বরে চলে গেলেন। যেতে যেতে নিজের মনেই বললেন ঃ আজই টেলিগ্রাম করছি বম্বেতে। কাল ভোরে দুজন সিপাই পাঠিয়ে দেব। যতদিন কেউ না আসে, তারা ওকে দেখে শুনে রাখবে, যতসব ঝামেলা।

ছয়

পরের দিন দুপুর বেলা প্রতাপগড়ের দিকে তাকিয়ে পৃথ্বীরাজ ভাবছিল নানা কথা। মাওলীদের গ্রাম গোরেগাঁও প্রতাপগড় পাহাড়ের পাদদেশে, খুব বেশী দূর হলে আধ মাইলটাক হবে। পরিষ্কার আকাশের নীচে প্রতাপগড় দুর্গকে মনে হচ্ছিল, দুর্ভেদ্য, দুর্গম। দুর্গের উপর কোন গাছপালা আছে বলে মনে হয় না। মনে হয় পাহাড়ের উত্তুঙ্গ চূড়া খোদাই করে দুর্গটা বানিয়েছে। এমন সময় সর্দার কাছে এল। পৃথ্বীরাজ বলল :

—সর্দার, তুমি চাও না দু'চার দিন আমি তোমাদের সঙ্গে থাকি ? বেশ তো আছি। যা দাও তাই খাই। শুয়ে বসে সময় কাটাই। আমাকে তোমরা বাঁচিয়েছ—সেকথা সহজে যেন না ভুলে যাই, সে জন্যই আর ক'টা দিন তোমাদের সঙ্গে কাটাতে চাই। জীবনে তোমাদের সঙ্গে আর হয়ত দেখা নাও হতে পারে। তাই না ? কথাগুলো বলতে বলতে পৃথ্বীরাজের চোখ ছলছল করে উঠলো। মাওলী সর্দার, তার গায়ের রং প্রতাপগড় পাহাড়ের পাথরের মতই। পাথরে খোদাই করা যেন তার শক্ত সমর্থ চেহারা। কথাগুলো শুনে তার মুখ করুণ হয়ে গেল। বলল :

—রাজা সাব্ ! তোমাকে এখানে রাখার মত ক্ষমতা আমাদের কোথায় ? তুমি বাড়িতে কি খেতে, তা জানিও না। এখানে কি খাচ্ছ বলোতো ! বজরার কালো রুটি, আমের আচার আর কাঁচা পেঁয়াজ। দুধও তোমায় বেশী খেতে দিতে পারি না। যখন খাও তখন লক্ষ্য করিনা ভাবছো ?

কথা ঘুরিয়ে পৃথ্বীরাজ বলল :

ঐ দুর্গটাই শিবাজী মহারাজের প্রতাপগড় দুর্গ, তাই না ? ওখানে কেউ থাকে ?

ঠিক যে কেউ থাকে, তা বলা যায় না। তবে সেনাপতি আফজল খাঁর সমাধির উপর ছোট 'মাজার' আছে। সেখানে দিনরাত প্রদীপ জ্বলে। একটি লোক দেখাশুনা করে। তা ছাড়া দলে দলে লোক তুর্গ দেখতে আসে, আবার দিনে দিনেই চলে যায়।

দেখলে ত মনে হয় ঐ তুর্গে ওঠার পথ নেই। অথচ লোকেরা যাতায়াত করে। কোন দিক দিয়ে পথ ?

আমাদের এখান থেকে দেখলে মনে হবে পথ নেই। তুমি যদি দক্ষিণ বা পশ্চিম দিক থেকে দেখ, তবে মনে হবে কাঠবিড়ালিও ঐ পাহাড়ে উঠতে পারবে না। এত খাড়া। কিন্তু উত্তর-পূর্ব দিকে পথ আছে। পাহাড়ী পথে জীপ গাড়ি অনেক দূর পর্যন্ত উঠতে পারে। প্রতি বছর সেই পথ মেরামত করা হয়।

তোমরা সেখানে যাও ?

না, তবে কনট্রাক্টরের কাজ করতে আমাদের লোকেরা যায় ওখানে।

জানো সর্দার! এখন তোমরা তুর্গে ওঠার পথ বানিয়েছ। কিন্তু শিবাজী মহারাজ, তার সৈন্যরা কি করে ঘোড়ায় চড়ে ঐ পাহাড়ী পথে তুর্গে যেতেন, ভাবতে পারো ?

—রাজা সাব্! তুমি সুস্থ হয়ে উঠলে তোমায় ঘোড়ায় চড়া শেখাব। দেখবে ছোট ছোট ছেলেরা টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে কি করে ছুটোছুটি করে বেড়ায়।

আমাকে তুর্গটা ভালমত দেখিয়ে দেবে তো ?

—নিশ্চয়ই।

সর্দার চলে গেল। সহ্যাদ্রি হিল্‌সে সন্ধ্যা নামে যেন বেশ আয়োজন ক'রে। প্রথমে চারদিক থমথমে হয়ে আসে। তারপর কোথাও নিস্তেজ সূর্যের ছায়া পড়ে, আবার কোথাও কোন পাহাড়ের। আলো ছায়ার খেলা চলতে চলতে ক্রমশঃ আকাশের রং স্লেটের মত কালো হয়ে আসে। ঠিক তখনই নানা পাখীর ডাকে

জঙ্গল ভরে যায়। যেন রাত হবার আগে পাখীরা সব দরকারি কথাবার্তা সেরে নিতে চায়। তারপর হঠাৎ চারদিকে নিস্তব্ধতা নেমে আসে। একলা বসে বসে পৃথ্বীরাজ সন্ধ্যা নেমে আসা দেখতে দেখতে যেন ইতিহাসের পুরানো দিনে চলে গেল! দূর থেকে কয়েকটি ঘোড়া ছুটে আসার শব্দ তার কানে এলো। মনে হ'লো, শিবাজী মহারাজের অশ্বারোহী কয়েকজন সৈন্য যেন কাছের তুর্গ পাণ্ডবগড় থেকে প্রতাপগড়ে আসছে। ঘোড়ার খুরের শব্দ কাছে এসে থেমে গেল। চারটি মাওলী ছেলে টাট্টু-ঘোড়া থেকে নেমে এলো। সঙ্গে সর্দার। পৃথ্বীরাজ তাদের দেখে বলল—তোমরা এলে, আমার মনে হ'লো যেন শিবাজী মহারাজের সৈন্যরা পাণ্ডবগড় তুর্গ থেকে এখানে এলো। সর্দার বলল, 'তার মানে, তোমার তবিয়ত্ এখনও ঠিক হয়নি। এই দেখ, তোমার বয়সী ছেলেরা কি সুন্দর ঘোড়া ছুটিয়ে এলো। ওরা কাল সকালে আবার আসবে।

পৃথ্বীরাজের এখানে সব কিছু ভাল লাগছে। কলকাতা থেকে বাবা এলে খুব ভাল হবে। বাবার এসব জায়গা দেখা। ওরা মহাবালেশ্বর থেকে পায়ে হেটে ট্রেকিং করে প্রতাপগড় ফোর্ট দেখে গেছেন। কত গল্প করেছেন বাবা। পথে বাগান থেকে ষ্ট্রবেরী তুলে তুলে খেয়েছেন। পৃথ্বীরাজও হয়ত ট্রেকিং-এর পথ ধরেই এসেছে। তবে তখন তার জ্ঞান ছিল না, মাওলীরা কাঁধে করে নিয়ে এসেছিল আহত পৃথ্বীরাজকে।

আজ বার বার বাড়ীর কথা মনে পড়ছে। মার কথা, বাবার কথা, আর দিদির কথা, ফাদারের কথা, মাষ্টার মশায় ও বন্ধুদের কথাও মনে পড়ছে। কলকাতায় পৌছে বাবার কাছে না শোনা পর্যন্ত ওরা ভাববে পৃথ্বীরাজ হারিয়ে গেছে, মারা গেছে। ওদের জন্য তুঃখ হ'লো।

সাত

পরদিন ভোর বেলা এক মজার ব্যাপার ঘটলো। দারোগা ভালেরাও অনেক ষ্ট্রবেরী নিয়ে গোরেগাঁও এলেন। টাটকা যেন সত্য বাগান থেকে তোলা। বোটাগুলো তখনও ভিজে ভিজে। পৃথ্বীরাজ ষ্ট্রবেরী ভীষণ ভালবাসে একথা দারোগাবাবু জানেনও না।

বেলা এগারোটা নাগাদ সাতারার কালেক্টর আর পুলিশ সুপার মিঃ ভোস্‌লে পৃথ্বীরাজকে দেখতে এলেন। অনেক কথাবার্তা হবার পর, কালেক্টর সাহেব বললেনঃ খোকাবাবু, তুমি আমাদের সঙ্গে চলো। মহাবালেশ্বরে সার্কিট্ হাউসে থাকবে। থ্যাংকু আংকেল! আপনাদের আপত্তি না থাকলে আমাকে মাওলীদের এখানেই থাকতে অনুমতি দিন। আমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না। মিঃ ভোস্‌লে বললেনঃ তুমি ক্যাল্‌কাটার ছেলে, তাই কি তোমার পাহাড়ী গ্রাম ভাল লাগছে ?

শুধু তাই নয়। আমি প্রতাপগড় ফোর্ট না দেখে যাব না।

সে তো তুমি আজই দেখতে পার। আবার মহাবালেশ্বর থেকে এসেও দেখে যেত পার।

তা ঠিক, কিন্তু আমি পায়ে হেটে অথবা ঘোড়ায় চড়ে ঐ দুর্গ দেখব। ছত্রপতি শিবাজীর সৈন্যরা কিভাবে যে ঘোড়ায় চড়ে ঐ দুর্গে উঠতেন, তা ভাবা যায় না। তাই না আংকেল্? কালেক্টর আর পুলিশ সুপার অনেক বুঝিয়েও পৃথ্বীরাজকে রাজি করাতে পারলেন না। অবশ্য ডাক্তারের রিপোর্টে বলা হয়েছে, সে একদম সুস্থ। কালেক্টর পুলিশ সুপারকে বললেন— মিঃ ভোস্‌লে, আপনার কি মনে হচ্ছে না ছেলেটি ক্রেজি? ব্রেনের কোন আঘাতের জন্যই হয়তো সে এমন ব্যবহার করছে, তাই না ?

ইউ আর পারফেক্‌টলি রাইট আই থিংক।

মিঃ ভোস্‌লে সর্দারকে বললেন, ছেলেটি তোমাদের এখানেই থাকবে। ওর আত্মীয়-স্বজন কেউ না আসা পর্যন্ত। তারপর দারোগা ভালেরাওকে তিনি বললেন, তুজন সিপাইকে এখানে পোস্টিং করুন। ওর খাওয়া-দাওয়ার জিনিসপত্রের ব্যবস্থা করুন। কিছু ফল, তুধের ব্যবস্থাও করবেন।

আমি স্যার, আজ কিছু ষ্ট্রবেরী ওর জন্য নিয়ে এসেছি স্যার। বাকী সব ব্যবস্থা করছি।

ভেরী গুড্‌।

কালেক্টর আর পুলিশ সুপার চলে গেলেন। দারোগাবাবু সর্দারকে নিয়ে সব ব্যবস্থা করতে চলে গেলেন। দারোগাবাবু ভাবছেন, ছেলেটিকে নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না কি!

আট

পাওয়াই-এ বম্বের ইন্‌ডিয়ান ইন্‌স্‌টিটিউট্‌ অব্‌ টেক্‌নোলজির টাউনসিপ ছোট্ট এবং ছবির মত। টাউনসিপের একটি কোয়ার্টারে থাকেন পৃথ্বীরাজের বড় মামা। ছোট সংসার, স্বামী স্ত্রী আর ছেলে জয়ন্ত। বড় মামা গণিতের অধ্যাপক, দিনরাত পড়াশুনা নিয়েই থাকেন।

বহু বছর পর ছোটভাই ডক্টর অনিল সেন বড়দার কাছে বেড়াতে এসেছেন। ডঃ সেন পৃথ্বীরাজের ছোটমামা। ছ'দিন হলো এসেছেন, দাদা বৌদির সঙ্গে গল্প করে মহানন্দে ছ'টো দিন কেটে গেছে। সেদিন সকালে ছুই ভাই ড্রয়িং রুমে বসে গল্প করছিলেন। ছুজনার সামনে কফির পেয়ালা আর হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। ওটা দাদা-ভাই-এর একসঙ্গে চলে। এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠলে বড়ভাই দরজা খুলে দেখে, পিয়ন টেলিগ্রাম দিতে এসেছে। টেলিগ্রাম পড়ে বড় ভাই চুপচাপ কি যেন ভাবছে। তাই দেখে ডঃ সেন বললেন,

কি দাদা, কার টেলিগ্রাম? চুপচাপ দাড়িয়ে কি ভাবছো? বড়ভাই টেলিগ্রামটা ডঃ সেনের হাতে দিলেন। ওতে লেখা আছে ঃ

পৃথ্বীরাজ রেস্‌কিউড্‌। ওয়েল্‌। কাম্‌ মহাবালেশ্বর! মিট্‌ ও সি পুলিশ স্টেসন। ডঃ সেন ভাবলেন, পৃথ্বীরাজ তো সেজদির ছেলে। থাকে কলকাতায়! টালিগঞ্জে। মহাবালেশ্বর এলো কবে? দাদাকে জিজ্ঞেস করলেন,

দাদা, পৃথ্বীরাজ টালিগঞ্জ থেকে কবে মহাবালেশ্বর এলো, কিছু জানো?

না, খানিকটা ভেবে বড় ভাই উত্তর দেন। তখন ডঃ সেন জোরে বৌদিকে ডাকলেন ঃ

বৌদি এঘরে একবার এসো তো।

কি হ'লো আবার। বলতে বলতে তিনি ড্রয়িং রুমে এলেন।

বৌদি, সপ্তাহ খানেকের মধ্যে টালিগঞ্জ থেকে কোন চিঠি পেয়েছো ?

হ্যাঁ, কালইতো সেজদির একটা চিঠি পেয়েছি। কি হয়েছে ? তোমরা এত গম্ভীর কেন ?

পৃথ্বীরাজের মা ওর বড়মামিমার সমান বয়সী। স্বামীর সেজ বোন পৃথ্বীরাজের মাকে সেজদি বলেই উনি ডাকেন, যদিও সম্পর্কে উনি বড়।

চিঠিখানা তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো তো।

বড়ভাই বলেন—কাল চিঠি এসেছে, তবু আমায় একবার বলোনি তো ?

সেটা আবার নতুন কি। কোন চিঠি পড়া বা লেখার সময় হয় নাকি তোমার ? বলে চিঠি আনতে চলে গেলেন।

বার দুয়েক চিঠি পড়ে, ডঃ সেন গম্ভীর মুখে বললেন—দাদা, এখুনি আমায় মহাবালেশ্বরে যেতে হবে। কি করে যাওয়া যায়, বলোতো ?

কেন ? দাদা-বৌদি এক সঙ্গে জিজ্ঞেস করেন।

টালিগঞ্জ থেকে সেজদি লিখেছে, একদল ছাত্রের সঙ্গে পৃথ্বীরাজ এক্সকারসনে গেছে মহাবালেশ্বরে। তারপর ঐ টেলিগ্রাম। ঘটনাটা পরিষ্কার কিছু বোঝা যাচ্ছে না। রেস্‌কিউড্‌—ওয়েল, তার মানে পৃথ্বীরাজ কোন বিপদে পড়েছিল। উদ্ধার করা হয়েছে। শারীরিক কোন ক্ষতি হয়েছিল—এখন ভাল আছে। বেড়াতে বেরিয়েছিল ছাত্রদের সঙ্গে, তাই টীচার দু'একজন সঙ্গে ছিলেন নিশ্চয়ই। কিন্তু টেলিগ্রাম করেছে মহাবালেশ্বরের থানার ও.সি.। দেখতো দাদা, এখন পুণে যাবার কোনও ট্রেন আছে কিনা ?

তাই তো! এখন প্রায় দশটা বাজে! এখন কি গাড়ি পাবে। দেখি টাইম্‌ টেব্‌লটা। ভিক্‌টোরিয়া টার্মিনাস্‌ থেকে বেলা বারোটা পঁয়তাল্লিসে সেকেন্দ্রাবাদ এক্‌স্‌প্রেস্‌ ট্রেনটি ছাড়বে! দাদর স্টেশনে

আসবে তার দশ বারো মিনিট পরে। ঐ ট্রেন পুণেতে পৌছবে বিকেল পাঁচটা নাগাদ! অবশ্য রাত্রেও একটা ট্রেন আছে। ভোরে পুণেতে পৌছবে। ডঃ সেন বললেন।

বৌদি, তুমি খাবার রেডি কর! আমি স্নান সেরে আমি। বিকেল পাঁচটায় পুণে পৌছে, রাত্রেই মহাবালেশ্বরে যেতে হবে।

বড়ভাই বললেন, 'হাঁরে, টালিগঞ্জে একটা টেলিগ্রাম পাঠাব?

না, না। কক্ষনো না। কি লিখবে তাতে? যা পাঠাবার আমি মহাবালেশ্বর থেকেই পাঠাব। তোমরা এ নিয়ে আর চিন্তা করনা!

নয়

মহাবালেশ্বর থানা থেকে দুজন সিপাই এসেছে। পৃথ্বীরাজ যেখানেই যায় কাছাকাছি বেড়াতে, ওদের একজন না একজন সঙ্গে থাকে। অবশ্য বেশী দূরে পৃথ্বীরাজ যায় না। গোরেগাঁও-এর দক্ষিণ দিকে একটা পাকা রাস্তা প্রতাপগড় দুর্গ টাকে প্রায় বেড় দিয়ে পশ্চিমে পাহাড়ী এলাকায় হারিয়ে গেছে। ঐ পথ পর্যন্ত সে যায়। প্রতাপগড়ের পাদদেশে, এখানে সেখানে জঙ্গল ছড়িয়ে আছে। পৃথ্বীরাজ পুরানো ইতিহাসের কথা ভাবে—ঐ সব জঙ্গলে শিবাজীর সৈন্যরা লুকিয়ে থেকে, শত্রুদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছে।

যে দুজন সিপাই থানা থেকে এসেছে, তাদের সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেছে পৃথ্বীরাজের। ওদের একজন বুড়ো, আর অন্যজন একদম বাচ্চা। গোঁফদাড়ি ভালো মত গজায় নি, অথচ সিপাই হয়ে বসেছে। ওর নাম পাণ্ডারী। ওদের বাড়ি রত্নগিরি জেলায়, আরব সাগরের তীরে, কঙ্কন উপকূলে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হ'লো, পাণ্ডারী বিড়ি খায়। কিন্তু বিড়ি ধরায় একটা গ্যাস্-লাইটার দিয়ে। দেখলেই বোঝা যায় খুব দামী সেটা। পৃথ্বীরাজ গ্যাস্-লাইটারটি হাতে নিয়ে দেখেছে। খুব ভারী, মনে হয় খুব দামীই হবে। ওর ছোট মামারটা এত ভারীও নয়, সুন্দরও নয়।

দশ

সেকেন্দ্রাবাদ এক্সপ্রেস ট্রেনটি পুণেতে এল ঠিক বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। ডঃ সেন ভাবলেন, যদি মহাবালেশ্বরে যাবার কোন গাড়ি না পাওয়া যায়, তবে রাতটা রামটিকড়িতে বন্ধুর বাসায় কাটাবেন। স্টেশন থেকে বেরিয়ে দাড়ানো ট্যাক্সিওয়ালাদের সঙ্গে কথা বললেন। ওরা কেউ মহাবালেশ্বরে যাবে না। তবে ওরা জানালো, কখন কখন কিছু প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া খাটে। ওরা সাতারা, কোলাপুরে যাত্রী নিয়ে যায়। ওদের কেউ-বা মহাবালেশ্বরে গেলে যেতেও পারে। তবে অনেক টাকা নেবে। স্টেশনের বাইরে অনেক প্রাইভেট ফিয়াট গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। ডঃ সেনের ভাগ্য ভালো, একটি মারাঠী যুবক ডঃ সেনকে নিয়ে মহাবালেশ্বর যেতে রাজি হলো। যুবকটির নাম হনুমন্ত রাও!

পুণে থেকে মহাবালেশ্বর একশ বাইশ কিলোমিটার পথ। পুণে থেকে 'সুরুল' হয়ে, সাতারা জেলার সদর হয়ে, 'করাদ' হয়ে, পথ চলে গেছে কোলাপুর, বেলগাঁও পর্যন্ত। পথ খুব ভালো। সারারাত পথে লরী চলে। ভয়ের কিছু নেই। তবে ঐ পথে আশি কিলো মিটারের মত গিয়ে, সুরুল থেকে ডানদিকে প্রায় নির্জন পথ ধরতে হবে। সে পথ মহাবালেশ্বর হয়ে চলে গেছে পোলাদপুর পর্যন্ত। পোলাদপুর বম্বে পানাজী মেইন রোডের উপরে অবস্থিত।

হনুমন্ত রাও খুব চমৎকার গাড়ী চালায়। কথাবার্তায়ও খুব ভদ্র। ডঃ সেন মারাঠী ভাষা ভালমতই জানেন। নানা গল্প করতে করতে ওঁরা চলেছেন। রাত প্রায় ন'টা নাগাদ ডঃ সেনকে নিয়ে প্রাইভেট গাড়ীর চালক হনুমন্ত রাও মহাবালেশ্বর থানার সামনে এলো। ডঃ সেন এদিকে কখনও আসেননি আগে। তাই সারাপথে মারাঠী যুবক হনুমন্ত রাও-এর কাছ থেকে নানা কথা জেনে নিয়েছেন, আবার কেন যে মহাবালেশ্বর যাচ্ছেন, তাও রেখে ঢেকে মোটামুটি বলেছেন। আর ঐ ক'ঘণ্টার মধ্যেই হনুমন্ত রাওকে তাঁর খুব ভালো লেগে গেছে।

মারাঠী ছেলেরা কথা কম বলে। ওরা খুব বিশ্বাসী হয়। আর তাছাড়া এ রকম একজন শক্ত সমর্থ যুবক সঙ্গে থাকলে রাত-বিরাতে মনে চিন্তাও থাকেনা।

থানার সামনে গাড়ী থেকে নেমে ডঃ সেন ভিতরে গিয়ে ও.সি.কে খুঁজলেন। একজন কনষ্টেবল জিজ্ঞেস করল,

আপনি কোথা থেকে এসেছেন ?

বম্বে থেকে,—বলেই টেলিগ্রামখানা ওর হাতে দিলেন।

বসুন স্যার, আমি ও সি.কে খবর পাঠাচ্ছি।

কিছুক্ষণ পরে দারোগা মিঃ ভালেরাও এসে পরিচয় দিতেই, ডঃ সেন বললেন ঃ

আমি ডঃ অনিল সেন। পৃথ্বীরাজের ছোট মামা। বম্বে আই. আই. টি. থেকে আসছি, দাদার বাসায় আপনার টেলিগ্রাম পেয়ে আজই চলে এলাম। পৃথ্বীরাজ কোথায় ?—

বসুন ডঃ সেন। লছমন, দুকাপ চা নিয়ে এসো। তারপর ডঃ সেনের দিকে চেয়ে বললেন ঃ

ভালই হয়েছে ডঃ সেন, আপনারা কেউ একজন তাড়াতাড়ি চলে এসেছেন। আমাদের ভাবনা হচ্ছিল, কবে কে আসবে; কে জানে।— তার কথায় বাধা দিয়ে ডঃ সেন বললেন ঃ

পৃথ্বীরাজ কোথায় ? কেমন আছে সে, কি হয়েছিল তার ?

একদম ভালো আছে। পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেক-বার বলেও তাকে এখানে নিয়ে আসতে পারিনি। ছেলেটি বড্ড বেশী 'মুডী'। উদ্ধারকারী মাওলীদের গ্রাম ছেড়ে কিছুতেই এলো না।

কি ব্যাপার ঘটেছিল, দয়া ক'রে বলুন।

ওরা দলবেধে বেড়াতে এসেছিল মহাবালেশ্বরে। অমনি অনেকেই আসে প্রতি বছর। পৃথ্বীরাজ দলের একটি ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে, বম্বে পয়েন্ট্ থেকে নীচে পড়ে যায়।

একদম উপর থেকে ?

হ্যাঁ, একদম উপর থেকে।

আরে সর্বনাশ! হাড়পাঁজরা আস্ত আছে কি ক'রে?

সেটাই তো মশাই মিরাকল্।—বলে দারোগাবাবু দেওয়ালে টাঙানো সির্দি সাঁইবাবার ছবির দিকে তাকিয়ে নমস্কারের ভঙ্গি করলেন। তারপর আবার বললেন:

কয়েক হাজার ফুট নীচে পড়েছে, অথচ সামান্য কাঁটাছেঁড়া ছাড়া আর কোন চোট্ নেই। মনে হয় কোন ঝাঁকড়া গাছের ডালপালার উপরে পড়েছিল। মাওলীরা ওকে উদ্ধার করে নিজেদের গ্রামে নিয়ে যায়। ব্যাটারা দুদিন পর খবর দেয়। সারা জঙ্গল তোলপাড় করে খুঁজেও তাই আমরা কোন হদিশ পাইনি। আর ওর দলের ছেলেরা, শিক্ষকরা কান্নাকাটি করে ঘটনার দু'দিন পর ক্যালকাটা ফিরে গেল।

এখন পৃথ্বীরাজ কোথায় আছে?

এখান থেকে তেইশ-চব্বিশ কিলোমিটার দূরে প্রতাপগড় ফোর্টের কাছে একটা গ্রামে আছে। জেলার কালেক্টর, পুলিশ সুপার, আমরা —শত রিকোয়েস্ট করেও তাকে এখানে নিয়ে আসতে পারি নি। তবে সে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ বলে ডাক্তার জানিয়েছে। দুজন সেপাই ওকে সব সময় নজরে নজরে রাখছে।

মিঃ ভালেরাও, রাত এখন দশটাও বাজেনি। আমি এখুনি সেই গ্রামে যেতে চাই। পথে কোন ভয় নেই তো? চোর-ডাকাত?

কি যে বলেন। ভালেরাও-র এলাকায় বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়। চোর-ডাকাত তো ছার! তবে পাহাড়ী পথ, এত রাত্রে কোন গাড়ী ওখানে যেতে চাইবেনা।

আরে সর্বনাশ! আপনার এলাকায় বাঘও আছে নাকি?— ঠাট্টা করে বলেন ডঃ সেন।

ওটা কথার কথা।

তবে দয়া করে আমার একটা গাড়ীর ব্যবস্থা করে দিন। যা খরচ-

পত্র লাগে আমি দেব। আর ঠিকানা এবং পথের ডিরেকসন্‌টা দেবেন। আমি এখুনি যাব।

এখন কোন গাড়ী যেতে চাইবেনা। অথচ আপনি যাবেনই। কি যে করব—

ঠিক আছে। দেখি আমার গাড়ীটা যায় কিনা! মনে হয় হনুমন্ত রাজি হতে পারে।

আপনার একটু বিশ্রাম নেওয়া হলো না। তবে পথ বেশী নয়। ঘুরে আসুন। আমি থাকার একটা ব্যবস্থা করে রাখব। তবে ওকে অবশ্যই নিয়ে আসবেন। ফোর্ট না দেখে যাব না বলে যেন বায়না না ধরে।

থানার দরজায় গাড়ী রেখে হনুমন্ত রাও তখন একজন কনস্টেবলের সঙ্গে কথা বলছিল। মনে হয় পৃথ্বীরাজের রোমাঞ্চকর দুর্ঘটনার কথাই শুনছিল। ডঃ সেন ওকে বললেন ঃ হনুমন্ত, তুমি কি আজ রাত্রে পুণে ফিরে যাবে?

নো স্যার! কাল ভোরে কোন টুরিস্ট পেয়ে যেতেও পারি। তাই রাতটা এখানেই কাটাব।

তবে চলো না, একবার প্রতাপগড় থেকে ঘুরে আসি। ওখানে পৃথ্বীরাজ আছে।

ঠিক হ্যায় স্যার।

গাড়ীতে পেট্রল ভরে নাও।

পাঞ্চগণিতে পেট্রল নিয়েছি। প্রতাপগড় যেতে আসতে বড় জোর পঞ্চাশ কিলোমিটার। ওতেই হয়ে যাবে।

তখন মিঃ ভালেরাও একটা কাগজে পথের এবং গোরেগাঁও-এর ডিরেকসন লিখে দিলেন। বললেন, আমি সার্কিট হাউসে আপনাদের খাবার এবং থাকার ব্যবস্থা করে রাখছি। তাড়াতাড়ি ফিরবেন কিন্তু।

এগারো

মহাবালেশ্বরে রাত দশটা প্রায় নিশুতি রাত। সাত-আট হাজার লোকের ছোট্ট শহর। সন্ধ্যার পরে ট্যুরিস্টরা যা কিছু হৈ-হুল্লোড় হোটেলের মধ্যেই করে। ভোরে কোন পয়েণ্টে সূর্যোদয় দেখতে যাবে বলে অনেকে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়েও পড়ে। ডঃ সেনের গাড়ী শহর ছেড়ে, আলোর রাজ্য ছেড়ে, হেড্‌লাইট জ্বালিয়ে নির্জন পাহাড়ী পথে ছুটে চলল। পথের দুপাশের রোড্ সাইন্‌গুলো ফ্লুরোসেণ্ট্ পেইণ্ট্ দিয়ে লেখা। হেড্‌লাইটের আলোয় সেগুলো জ্বল জ্বল করে ওঠে। প্রতি কিলোমিটার পথের শেষে মাইলস্টোন পোতা। তার কোন কোনটায় আবার স্থানের নামও লেখা।

সেই পথে যেতে যেতে যখন গাড়ী প্রায় গোরেগাঁও'র কাছে এসে গেছে, তখন তীব্র হেড্‌লাইটে দেখা গেল, একটি লোক পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। সে হাতজোড় করে, কখনও হাত উঁচু করে, ডঃ সেনদের গাড়ী থামাতে বলছে। বিকট শব্দ করে হনুমন্ত রাও গাড়ী থামালে, লোকটি কাছে এলো।

প্রায় কেঁদে কেঁদে লোকটি মারাঠী ভাষায় বলল, 'বাবু আমার সঙ্গীকে একটা লরী ধাক্কা দিয়ে চলে গেছে। ঐ দেখ পথের পাশে পড়ে আছে সে। ওকে একবার মহাবালেশ্বরে হাসপাতালে পৌঁছে দাও। দেরী হ'লে সে আর বাঁচবে না।

পথের বাঁ'দিকে সত্যি একটা লোক পড়ে আছে। এ রকম দুর্ঘটনা ন্যাশনাল হাইওয়েগুলোতে হামেশাই ঘটে। আবার পথের অন্য গাড়ীই আহত লোকদের সাহায্য করে থাকে। তাই হনুমন্ত রাও আর ডঃ সেন দুজনেই দরজা খুলে বাইরে এলেন। লোকটি হনুমন্ত রাওকে বলল, এস ভাই, ওকে ধরে গাড়ীতে তুলি। একটু সাহায্য ক'রো।

হনুমন্ত রাও লোকটির সঙ্গে একটু এগিয়ে গেল। ডঃ সেন বাইরে নেমে গাড়ীর দরজাটা বন্ধ করতে যাবেন, এমন সময় দেখলেন, পিছন থেকে অন্য একজন লোক হনুমন্ত রাও-এর মাথায় লাঠির মত কিছু একটা দিয়ে আঘাত করল। হনুমন্ত রাও পিছন ফিরে দেখতে গিয়েই পথে লুটিয়ে পড়ল। ডঃ সেনের পকেটে তার প্রিয় 'কোল্ট্' রিভলবারটি ছিল। কিন্তু এক পা এগুতেই মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে তিনিও জ্ঞান হারালেন। ডঃ সেন আর হনুমন্ত রাও অজ্ঞান হয়ে রাস্তায় পড়ে রইল তিনজন আক্রমণকারী গাড়ীটি নিয়ে চলে গেল।

যেখানে ডঃ সেন আর হনুমন্ত রাও আক্রান্ত হলেন, সে জায়গাটি মাওলীদের গ্রাম গোরেগাঁও থেকে আধ কিলোমিটার দূরেও নয়। পৃথ্বীরাজ সন্ধ্যার পর কোথাও বের হয় না। আর তখনই সেপাই দুজন একটু আমোদ স্ফূর্তি করতে এদিকে সেদিকে যায়। রোজই যায়। সেদিনও গিয়েছিল। প্রতাপগড় দুর্গে ওঠার পথ মেরামতের জন্য কুলিরা কাজ করে। ওরা তাঁবু ফেলে কাছেই থাকে। সারাদিন খাটা খাটুনীর পর সন্ধ্যায় নেশা করে স্ফূর্তি করে। দুজন সেপাই ওখানে গিয়ে নেশা করে গল্প করে। তারপর মাওলী গ্রামে ফিরে যায়।

সেদিনও নেশা করে ফিরে আসার সময়, হঠাৎ গাড়ীর ব্রেক্ কসার বিকট শব্দ আর লোকের চীৎকার শুনে বুড়ো সিপাইয়ের কর্তব্যবোধ জেগে ওঠে।

'হুঁ, কেয়া হুয়া'—বলে পথ ধরে দৌড়ে ঘটনাস্থলে যাবার সময় সে হঠাৎ বিকট চীৎকার করে পথে পরে যায়। তাকে চাপা দিয়ে চলে যায় গাড়ী ছিনতাইকারী গুণ্ডারা।

পাণ্ডারী একটু পিছনে ছিল, নেশাটাও বোধহয় একটু কম হয়েছিল সেদিন। আবার একজন মানুষের চীৎকার শুনে, আর জোরে একটা গাড়ী চলে যাবার শব্দ শুনে, পাণ্ডারীর নেশা ছুটে যায়। দৌড়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখে, তিনটে মানুষের দেহ পথের মধ্যে

এখানে-সেখানে পড়ে আছে। কে মরে গেছে, কে বেঁচে আছে তা না দেখে, অন্য কোন গাড়ী থেকে ওদের বাঁচাবার জন্য, সবাইকে সে পথের পাশে সরিয়ে আনতে শুরু করলো। দুজন অচেনা লোককে সরিয়ে যখন সে তৃতীয় লোকটিকে সরাতে গেল, তখন দেখলো লোকটি আর কেউ নয়, তার সঙ্গী সিপাই। তাকে সরাতে গিয়ে পাণ্ডারী বুঝতে পারলো, তার সঙ্গী মারা গেছে। দৌড়ে পাণ্ডারী চলে গেল মাওলীদের গ্রামে।

পাণ্ডারী সর্দার লোকজন নিয়ে ঘটনাস্থলে চলে এলো। পৃথ্বীরাজও সঙ্গে এলো। বৃদ্ধ সিপাই-এর মৃত্যুতে যখন সবাই মৃতদেহের চারপাশে দাঁড়িয়ে দুঃখ প্রকাশ করছে, তখন পাণ্ডারী বলল, সর্দার ঐখানে আরও দুজন আহত হয়ে পড়ে আছে, হয়ত এতক্ষণে মরেও গেছে। এই বলে সে পথের পাশে একটি জায়গা দেখিয়ে দিল।

অন্যদের সঙ্গে পৃথ্বীরাজও সেদিকে গেল। ওখানে দুজন মানুষ উবু হয়ে পড়ে আছে। একজন হঠাৎ কঁকিয়ে উঠলো, মাগো। শুনে পৃথ্বীরাজের মনে হলো, লোকটি বাঙালী। সর্দার মশালের আলো নিয়ে কাছে এলে, কয়েকজন লোক তাকে চিত করে শুইয়ে দিতেই, পৃথ্বীরাজ চীৎকার ক'রে উঠলো,—একি, ছোট মামা!

তারপর আহত দুজনকে তুলে নিয়ে কিছু লোক চলে গেল মাওলীদের গ্রামে। সর্দার তিনচার জন লোককে মৃত দেহ পাহারা দেবার জন্য রেখে দিল। দু'জন মাওলীকে সে রাত্রেই সর্দার মহাবালেশ্বর থানায় পাঠিয়ে দিল। এরকম সাংঘাতিক ঘটনা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব থানাকে জানাতেই হবে।

বারো

ভোরবেলা থেকেই মহাবালেশ্বরে আবার হৈ চৈ পড়ে গেল। এক সপ্তাহে দু'দুবার। কলকাতা থেকে বেড়াতে এসে একটি ছেলে বম্বে পয়েন্ট থেকে পড়ে নিখোঁজ হ'লো। তার পর তার সন্ধান অবশ্য পাওয়া গেছে। আবার গতকাল থানার একজন সেপাইকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল গোরেগাঁও গ্রামের কাছে। সেই সিপাইটি আবার কলকাতার হারানো ছেলেটির দেহরক্ষীর কাজ করছিল। তা ছাড়াও কারা যেন দুজন লোককে আহত করে, গাড়ী ছিনতাই করে নিয়ে গেছে। এত সব কাণ্ড এই এলাকায় বহুদিন হ'লো ঘটে নি। ট্যুরিস্টদের মধ্যে নানা গুজব ছড়িয়ে পড়ল।

থানায় খবর এসেছে শেষ রাত্রেই। ভোর হতে না হতেই দারোগা মিঃ ভালেরাও গোরেগাঁও চলে এলেন। সঙ্গে অনেক পুলিশ, লোকজন, গাড়ী, ডাক্তার চ্যবনও এসেছেন। ডঃ সেনের আঘাত সামান্য। কিন্তু হনুমন্ত রাও'র আঘাত গুরুতর। তবে ভয়ের কিছু নেই। বেঁচে যাবে। সেপাই-র মৃত দেহ মহাবালেশ্বর নিয়ে যাওয়া হল। সেই গাড়ীতেই হনুমন্ত রাওকেও হাসপাতালে ভর্তি করার জন্য নিয়ে যাওয়া হ'লো।

মিঃ ভালেরাও তদন্ত যা করবার ক'রে ফিরে গেলেন। ডঃ সেন ও পৃথ্বীরাজ কোনমতেই মহাবালেশ্বরে ফিরে যেতে রাজি হলো না। দুটো টেলিগ্রাম পাঠালেন ডঃ সেন, ওদের হাত দিয়ে। একটি বম্বেতে অন্যটি কলকাতায়। দু'টোরই এক বয়ান—দুজনেই ভাল আছি, ফিরতে দেরী হবে।

ডঃ সেনের মাথায় সামান্য চোট লেগেছিল। ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে হয়নি, তুলো দিয়ে ঔষধ লাগিয়ে দিয়ে গেছে ডাক্তার। সবাই যখন চলে গেছে সেদিন সন্ধ্যায় পৃথ্বীরাজ ছোট মামাকে বলল ঃ

ছোট মামা, তুমি টেলিগ্রামে কেন লিখলে ফিরতে দেরী হবে?

আমার মনে হয় ফিরতে দেরী হবে। ওরা চিন্তা করবে তাই জানালাম। কলকাতায় তোর বন্ধুরা ফেরার আগেই, তোর কুশল সংবাদ সেজদির জানা দরকার। না হ'লে ওরা অন্য কিছু ভাবতে পারে।

কিন্তু আমরা মহাবালেশ্বরে চলে যেতে পারতাম। তা ছাড়া তোমার মাথায় আঘাত!

ও কিছু নয়। তুই কি মনে করিস ওরা গাড়ী ছিনতাই করেছে এমনি এমনি? আমার মনে হয় তার পিছনে যথেষ্ঠ কারণ আছে। আর একবার এখান থেকে চলে গেলে সে কারণটি খুঁজে পাব না।

কিন্তু ছোটমামা, ওরা চোর-ডাকাত ছাড়া আর কি হতে পারে?

পৃথ্বীরাজ ওরা যদি চোর-ডাকাত এমনকি যদি শুধু গাড়ী ছিনতাইকারী হতো তবে হাতঘড়ি মানিব্যাগ এমনকি আমার প্রিয় রিভলবারটাকে ফেলে যেত না। ওরা কোন অন্য উদ্দেশ্যে এখানে এসেছিল। ওদের তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যাবার দরকার ছিল।

ডঃ সেন চুপ করে ভাবতে লাগলেন। পৃথ্বীরাজ বলল: ভালোই হ'লো আরও কয়েকদিন গোরেগাঁও থেকে প্রতাপগড় ফোর্ট দেখে যেতে পারব।

রাত্রে ঘুমবার আগে ডঃ সেন জিজ্ঞেস করলেন—তোর স্কুল খুলতে কত দেরী আছে রে?

—প্রায় তিন সপ্তাহ। একথা কেন জিজ্ঞেস করছ মামা?

—এমনি গাড়ীটা কোথায় ওরা ফেলে রেখে যায় সেটা জানা দরকার। মিঃ ভালেরাওকে খোঁজ নিতে বলেছি। পৃথ্বীরাজ, তুই তো এখানে বেশ কয়েক রাত কাটিয়েছিস, বেশী রাত্রের দিকে লরী চলাচলের শব্দ পেয়েছিস্?

একদম কম। হঠাৎ দু একদিন। তা না হ'লে সন্ধ্যার পর যেন রোজ ভীষণ নিস্তব্ধতা নেমে আসে।

—তখন বলছিলি কনট্রাক্টররা এখানে লোকজন রেখেছে কাজ করার জন্য। ওরা কি কাজ করে কত জন ?

শুনেছি কুড়ি পঁচিশ জন কুলি ওখানে তাবু খাটিয়ে থাকে। বাকি সব স্থানীয় মাওলীরা ঠিকে কাজ করে। সন্ধ্যার পর কোন কাজই হয় না ওখানে।

এখন শুয়ে পড়, কাল একবার সর্দারকে নিয়ে জায়গাটা ঘুরে দেখতে হবে।

তেরো

সকাল হতেই সর্দার নিজেই এসে চেঁচামেচি করে ওদের ঘুম ভাঙালো। বিরাট একটা শোলমাছ বর্শায় গেঁথে নিয়ে এসেছে। বাঙালীরা মাছ ভালবাসে ওরা একথাও জেনেছে। তাই সর্দারের খুশী-খুশী মুখ। ডঃ সেন সর্দারকে বললেন,

—সর্দার প্রায় তিনশ বছর আগে শিবাজী প্রতাপগড়ে রাজত্ব করতেন। তোমাদের পূর্বপুরুষেরা শিবাজীর সৈন্যদলে ছিল। তোমরা এখনও কি তার কথা মনে রাখো ?

নিশ্চয়ই। শীতকালে শিবাজীর পালা গান গেয়ে বেড়ায় অনেক গানের দল। শিব্বা রাওর কথা আমরা কি ভুলতে পারি। আমাদের গ্রামের বুড়ো সর্দার এখনও বেঁচে আছে, অনেক কাহিনী শুনতে পারো তার কাছে।

—কোথায় তার বাড়ী ?

—ঐ গ্রামের শেষের দিকে।

—বেশ। একটু পরে আমরা তার সঙ্গে দেখা করতে যাবো। কিন্তু তুমি একটা কথা আমায় বলতে পারো ?

—জানি তো বলব।

—গভীর রাত্রে কখনও প্রতাপগড়ে লরী চলাচলের শব্দ শুনেছো ?

—সাব্ অন্ধকার রাত হলে দুপুর রাতে প্রায় রোজই লরীর শব্দ শোনা যায়। আমাদের লোকেরা সন্ধ্যার পর প্রতাপগড়ের দিকে খুব কমই যায়। গত বছর থেকে তাও বন্ধ হয়েছে!

—কেন কেন ? গত বছর কি হয়েছিল ?

—সে এক ভয়ংকর ঘটনা। আমাদের গোরেগাঁওর একটি জোয়ান ছেলে প্রতাপগড়ের পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে মারা গেল।

সব চেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার হ'লো, ছেলেটির পেট কারা যেন ফালা ফালা ক'রে ছিঁড়ে ফেলেছিল।

—কি বললে পেটটা ফালা ফালা ক'রে ছিঁড়ে ফেলেছিল? কি দিয়ে?'

—সাব, এই দেখ। বলতে পারো এটা কি? বলে সর্দার একটা সাদা সরু জিনিস আঙ্গুলে পড়ে দেখাল। তীক্ষ্ণ মুখ আঙ্গুলের নখ যেন দু'তিন ইঞ্চি লম্বা হয়ে গেছে।

—এটা কি?

—এটা বাঘ নখ। এরকম বাঘ নখ হাতের আঙ্গুলে পড়ে মনে হয় কেউ ওর পেট ছিঁড়ে দিয়েছিল।

এক মুহূর্তে ডঃ সেনের মনে পড়লো শিবাজীর বাঘ নখের গল্প। কিন্তু, সে তো অনেক বছর, অনেক যুগ আগের কথা। এখন কোন লোককে মারতে কেউ বাঘ নখ ব্যবহার করতে পারে, এ কথা ভাবা যায় না। এখন মানুষ মারা তো অনেক সহজ।

সর্দার চলে গেল। ডঃ সেন স্তব্ধ হয়ে চুপচাপ বসে নানা কথা ভাবতে লাগলেন। পৃথ্বীরাজ ওদের সব কথা শুনেছে। সেও মামার পাশে চুপচাপ বসে রইল। কেউ কোন কথা বলল না।

বেলা বেড়ে গেলে, ডঃ সেন আর পৃথ্বীরাজ সর্দারের সঙ্গে বুড়ো সর্দারের কুটীরে চললে। নব্বুই বছরের বেশী বয়স, কথা বলে থেমে থেমে। সর্দার তার কথার মধ্যে মাথায় হাত ঠেকায়। কুসংস্কার আচ্ছন্ন বৃদ্ধ মাওলী বলল, বাবু, কত যুদ্ধ হয়েছে এখানে। কত মানুষ মারা গেছে। মরে সব ভূত হয়ে গেছে। অমাবস্যার অন্ধকার রাতগুলোতে তেনারা পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায়।

কোথায় ঘুরে বেড়ায়? ডঃ সেন জিজ্ঞেস করেন! ঐ প্রতাপ গড় পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে, পশ্চিম দিকে, পাহাড়ের উপরে।

ভূত-জীন্ সব বাজে কথা। তোমরা কেউ দেখেছো? তাদের চলা ফেরার শব্দ শুনেছো?

এবার বুড়ো সর্দার বুকে ঝোলানো মাদুলী জাতীয় কিছু একটা কপালে ছুঁইয়ে বলল, অমন কথা ব'লো না সাব! জীন্দের না দেখাই ভালো। দেখে বেঁচে আছে ক'জন? তবে ঘোড়ার খুরের শব্দ আমি শুনেছি। সে যে কী ভয়ংকর তা বলে বোঝাতে পারব না। ভাবলেও আমার এখন দাঁত কপাটি লাগে।

পৃথ্বীরাজ মজা ক'রে বলল, তোমার দাঁত আছে যে দাঁত কপাটি লাগে? সে কথা শুনে বুড়ো ফোক্‌লা মুখে মুচকি হাসলো। কিন্তু ডঃ সেন তখন অন্য কথা ভাবছেন! বললেন,

ঘোড়ার খুরের শব্দ? কখন, কোথায় শুনেছো? রাত্রে?

বুড়ো সর্দার বিড়িতে টান দিয়ে খক্ খক্ ক'রে কেশে বলল, ...অন্ধকার, নিশুতি রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, তখন। ডঃ সেন বুড়ো সর্দারের আরো কাছে গিয়ে, প্যাকেট থেকে একটা দামী সিগারেট বের করে, বুড়ো সর্দারকে বললেন,

সর্দার বিড়িটা ফেলে দাও। এই সিগারেটটা খেয়ে দেখ। বিলিতি সিগারেট, হ্যাঁ, তুমি বলছিলে, নিশুতি রাত্রে ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনেছো, সেটা একটু খুলে ব'লো তো। অন্ধকার রাত্রে একবার আমি প্রথম শুনি। তারপর কিছুদিন আগেও একবার শুনেছি। দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে যেন অনেক ঘোড়ার দূর থেকে ছুটে আসার শব্দ। তারপর শব্দ জোরে হয়, আর মনে হয় ঘোড়াগুলো পাহাড়ের খাড়া গা বেয়ে দুর্গের উপর উঠে যায়। একথা বলেই বুড়ো আবার মাদুলী কপালে ঠেকায়। পৃথ্বীরাজ বলল, ঘোড়া কখনো পাহাড়ের খাড়া গা বেয়ে উঠতে পারে? বুড়ো আষাঢ়ে গল্প চালাচ্ছে ছোট-মামা। ডঃ সেন কিন্তু পৃথ্বীরাজের কথায় কান না দিয়ে বললেন— সর্দার ব'লো, তারপর ঘোড়া পাহাড়ে উঠে গেলে কি হয়? সর্দার বলল,...সাব। ঘোড়া কেন, কাঠবিড়ালীও সে দিক দিয়ে সহজে উঠতে পারে না, ঘোড়া তো ছার। সাব, ওগুলো কি ঘোড়া? ওগুলো জীন। এখানে যত ঘোড়া যুদ্ধে মরেছে, তাদের জীন।

…বেশ তো, তারপর আর কি শুনেছো ?

…তারপর হঠাৎ সব চুপচাপ হয়ে যায়। কিন্তু একবার বিকট চীৎকার শুনেছিলাম। হর হর মহাদেও বলে' সে চীৎকার শুনলে তুমিও অজ্ঞান হয়ে যাবে। আর সেই রাত্রের পরের দিন একজন লোককে পথের ধারে মরা অবস্থায় দেখা যায়। মরার পেট ফালি ফালি ক'রে ছেঁড়া, যেন নখ দিয়ে ছিঁড়েছে, বাঘ নখ। এই দেখ ঠিক এমনি বাঘনখ।—বলে বুড়ো দেখাল। বুড়ো যে জিনিষটা বারবার কপালে ঠেকাচ্ছিল সেটা মাদুলী নয়, একটি বাঘ নখ।

পৃথ্বীরাজ চুপচাপ শুনছিল। এবার বলল,

—ছোট মামা, 'হর হর মহাদেও'—এটা তো শিবাজীর 'ব্যাটল ক্রাই' ছিল। সৈন্যরা শত্রুর উপর ঝাপিয়ে পড়ার আগে ঐ বলে চীৎকার করে আক্রমণ করতো। ডঃ সেন কোন কথা বললেন না কিছুক্ষণ তারপর দুজন সর্দারকে বললেন,

—সপ্তাহ খানেকের মধ্যে ঐ রকম খুরের শব্দ শুনেছ কি ?

—'না', দুজনেই উত্তর দেয়।

তারপর ওরা চলে এলেন। সর্দার ও চলে গেল।

চৌদ্দ

সেদিন রাত্রে ডঃ সেন পৃথ্বীরাজকে বললেন—ভালমত বুঝিয়ে চিঠি লেখ বাড়িতে। লিখবি—ফিরতে দেরী হবে, ছোটমামার সঙ্গে খুব বেড়াচ্ছি। তারপর বললেন,

—আমার ডায়েরীটা বের করে দেখ্ তো অমাবস্যাটা কবে? কাল রাত্রেও তো বেশ অন্ধকার ছিল।

—অমাবস্যা আগামী কালই ছোটমামা।

—কই দেখি, দেখি।—অতি উৎসাহে ডায়েরীখানা দেখে, ডঃ সেন বললেন :

—কাউকে কিছু বলবে না। কালই হবে আমাদের প্রথম অভিযান। হর হর মহাদেও, ব্যাট্‌ল ক্রাই যা ভাবছি, তা যেন মিথ্যা না হয়।

—ছোটমামা, সব ব্যাপারটা আমার কাছে গোলমেলে ঠেকছে। কোন ধারণাই গড়ে তুলতে পারছি না। কি ভাবছ, আমায় যদি একবার ব'লো তবে মনে হয় বুঝতে পারবো।

—বলছি। প্রথমতঃ মাওলীদের ধারণা অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রে প্রতাপগড কোর্টের আশে পাশে ভৌতিক ঘটনা ঘটে। তাই সন্ধ্যার পর শুক্লপক্ষই হোক আর কৃষ্ণপক্ষই হোক, কেউ দুর্গের ধারে কাছে যায় না। ওদের ধারণা একাধিক যুদ্ধে মানুষ, জন্তু যত মারা গেছে, সেগুলো এখন ভূত হয়ে গেছে। ওরাই মাসের কোন কোন অন্ধকার রাত্রে ঐ সব শব্দ করে বেড়ায়। কাছাকাছি কোন লোক পেলে বাঘ নখ দিয়ে বা ভৌতিক নখ দিয়ে, পেট ছিঁড়ে মেরে ফেলে। অদ্ভুত কুসংস্কার! কিন্তু তার ব্যাখ্যাটা না ক'রে, কি করে এখান থেকে চলে যাওয়া যায়, বলতো?—

—তুমি কি ওদের কথায় বিশ্বাস করো না? ওরা শব্দ শুনেছে, সেটা না হয় বিশ্বাস নাও করতে পারো, তবে লোককে মেরে ফেলেছে সেটাতো মিথ্যা হতে পারে না?

—ওদের শব্দ শোনাটা মিথ্যা নাও হতে পারে। ঐ বাঘ নখ দিয়ে পেট ছিঁড়ে লোক মারা—ওটা বিশ্বাস করা যায় কি? তা ছাড়া তিন-চারশ বছরের ভূতেরাও কি বুড়ো হয়ে মরে যাবে না এতদিনে?

—তোমার সব তাতেই ঠাট্টা ছোটমামা। কিন্তু ছোটমামা, অন্ধকার রাত্রে ভূতেরা বের হলে ভয় দেখাবে কি ক'রে? শুনেছি 'পুনম্ কী রাতে' ভূতেদের দেখা দিতে ইচ্ছে হয়। অর্থাৎ শুক্লপক্ষে।

—এই তো, এই তো, তোর মনেও দেখছি বেশ সন্দেহ ঢুকেছে, বেশ, বেশ। ভেবে যা, ঠিক মত যুক্তিগুলো দাড় করা। তবেই বুঝতে পারবি। আমাদের প্রতাপগড়ের ভূতেরা দেখা দিতে ইচ্ছুক নয়। শুধু ভয় দেখিয়েই তাদের আনন্দ। তারপর যেদিকে ঘোড়ার খুরের শব্দ হয়, সেটা পাহাড়ের সব থেকে খাড়া দিক। দুর্গে-যাবার পথ অন্যদিকে। মনে হয় আমাদের ভূতেরা লোকের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতে চায়। সেই সব ভূত চায় না, সন্ধ্যার পর কেউ দুর্গের পশ্চিমদিকে যাক্, দুর্গের মাথায় যাক্। কারণ ওদের এ্যাক্টিভিটি ঐ পশ্চিম এলাকায়। তাই সংস্কার আচ্ছন্ন সরল মাওলীদের ওরা ভয় দেখিয়ে দূরে রাখতে চায়। ওরা যাকে হত্যা করতে চায়, তাকে আধুনিক অস্ত্র দিয়ে হত্যা করতে পারে। কিন্তু ভূতেরা আধুনিক অস্ত্র ব্যবহার করে না। সোজা নখ দিয়ে অথবা সাবেকি স্থানীয় পদ্ধতিতে বাঘ নখ দিয়ে লোক হত্যা করে। এই সবই সুপরিকল্পিত। বুঝলি? আমাকে আর হনুমন্ত রাওকেও বাঘ নখ দিয়ে ছিঁড়ে হত্যা করতো যদি আমরাও দুর্গের পশ্চিম দিকে থাকতাম সেদিন রাত্রে।

পৃথ্বীরাজ বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল। ছোটমামার ব্যাখ্যা শুনে তার অন্য কোন প্রতিবাদের যুক্তি মাথায় এলো না। শুধু ভাবতে লাগল, ওরা কারা, কেন সবাইকে আড়াল করে ওরা কাজকর্ম করে? কি তাদের উদ্দেশ্য।

পনেরো

পরের দিন অর্থাৎ অমাবস্যার দিন ডঃ সেন ভোর হবার আগেই পৃথ্বীরাজকে ডেকে তুললেন। তখনও অন্ধকার কাটে নি। ডঃ সেন বললেন,—নে ওঠ। তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নে। কেড্‌স্ জুতো থাকেতো পরে নিবি। একথা বলে নিজেও জঙ্গলবুটটা পরে নিলেন। পাহাড়ে-পর্বতে যেখানে বরফ পড়ে না, সে সব জায়গায় নরম 'সোল্'-এর জুতো পরে চলাফেরা করা সহজ। জঙ্গলবুট্‌স্ আর কেড্‌স্ পরে চলা ফেরা করলে শব্দও হয় না। পাহাড়ে চলা ফেরা করতে অবশ্য ছোট ছুরি আর সাদা চক্‌খড়ি লাগেনা। কিন্তু ডঃ সেন তাও নিলেন, বললেন,—চক্‌খড়ি দিয়ে আজ রাত্রের অভিযানের ল্যাণ্ডমার্কগুলো চিহ্নিত করে রাখতে হবে। চল দেরী হয়ে যাচ্ছে।

পৃথ্বীরাজ দেখলো, ছোটমামা তার প্রিয় রিভলবারটাও সঙ্গে নিলেন। তারপর দুজনে চল্‌লেন প্রতাপগড় দুর্গের দিকে।

এত ভোরে বেরুবার মুখেও দু'একজন মাওলীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল গ্রামের মধ্যেই। ওরা কারও সঙ্গে কোন কথা না বলে, দুর্গের কাছে পাকা রাস্তায় এলেন। পথটি দুর্গকে প্রায় বের দিয়ে উত্তরদিক থেকে দুর্গের পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। দুর্গের সবচেয়ে খাড়া দিকের পথের উপর, ডাক-তার বিভাগের বিশেষ বিশেষ খাম্বার উপর চক্ খড়ি নিয়ে ক্রস্ চিহ্ন আঁকা হলো। দুর্গের পাহাড়ের গায়ে কোন গাছপালা নেই। নেড়া পাহাড়, এখানে সেখানে কিছু ঝোপঝাড়। তার মধ্যে প্রধান প্রধান কিছু পাথরের গায়ে সাদা চিহ্ন আঁকা হলো। তারপর দুর্গকে বায়ে রেখে ওরা গোটা পাহাড়টা প্রদক্ষিণ করে প্রবেশ পথে এলেন। পাহাড়ী এলাকায় শেষ রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে। তবু দুজনার কপালে মাথায় ঘাম জমে গেছে।

দূরে কন্‌ট্রাক্টরের লোকেরা কাজে যাবার জন্য আস্তে আস্তে তৈরী হচ্ছে। তাদের কাছে গিয়ে দু'জনে একটু বিশ্রাম করে নিল। তখন সূর্য কিছুটা উঁচুতে উঠেছে।

ষোল

কিছুক্ষণ পর দুজনে দুর্গে যাবার জন্য পাহাড়ী পথ ধরে উপরে চললো। দুর্গটা পাহাড়টির একদম মাথায়। একটা ঢালু পথ দুর্গের প্রধান ফটক থেকে ঐ পাহাড়ের গা বেয়ে, অর্ধেক বেড় দিয়ে নেমে এসেছে। ওরা সেই পথ ধরে উপরে চললো। অনেকটা উপরে ওঠার পর বিজাপুরের সেনাপতি আফজল খাঁর সমাধি ঠিক পথের বা'দিকে দেখা গেল। সেই ভোর বেলাতেও একটি প্রদীপ জ্বলছে সমাধি বেদীর শিয়রে। একজন লোক সমাধির চারদিকটা পরিষ্কার করছে। তার সঙ্গে কোন কথা না ব'লে ওরা দুর্গের ফটকের দিকে চলে এলো।

দুর্গের প্রধান ফটক দিয়ে প্রবেশ করতে সিড়ি ভেঙে অনেকটা উপরে উঠতে হয়। তারপর দু'জনে ছোট দুর্গটি ঘুরে দেখে, সবচেয়ে উপরে এলো। সেখানে এক প্রশান্ত বেদীর উপর পাথরের বিশাল অশ্বারোহী শিবাজীর মূর্তি। খোলা তলোয়ার হাতে চিরপরিচিত মূর্তিটি যেন সজীব। পৃথ্বীরাজ চারদিকে তাকিয়ে দেখে অবাক হয়ে গেল। দুর্গের চূড়া আশেপাশের সব পাহাড়ের চেয়ে উঁচু। এখানে শিবাজীর মূর্তির পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে চারদিকে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। ডঃ সেনও বিস্ময়ে বললেন: কি রকম কম্যানডিং পজিসন দেখছিস্? একটা বাইনোকুলার থাকলে অনেকদূর পর্যন্ত মানুষ, জন্তু জানোয়ারের চলাফেরাও নজরে রাখা যায়।

পৃথ্বীরাজ বললো: মনে হয় যেন ছত্রপতি শিবাজীর মূর্তিটি গোটা সহ্যাদ্রি হিল্‌সের এলাকা দেখে নিচ্ছে, নজর রাখছে। জানো ছোটমামা, বাইনোকুলার আমি নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু সেদিন বম্বে পয়েন্ট্ থেকে পড়ে যাওয়ার সময় ভেঙে গেছে।

মূর্তিটির ঠিক পিছনেই অল্প একটু জায়গা। তারপর পাহাড়ের

ভয়ংকর খাদ। নীচে পথটাকে মনে হয় সরু কালো ফিতে, কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে ডঃ সেন বললেন ঃ

এই দেখ, এই সেই পাহাড়ের খাদ যেখান দিয়ে ভৌতিক অশ্বগুলো চূড়োয় উঠে আসে। কি আজগুবি আর অবিশ্বাস্য ব্যাপার! পাহাড়ী কুসংস্কার। আমরা কিন্তু ঐ নীচেই ডাক-তার বিভাগের কিছু খাম্বায় আর পাথরে চিহ্ন রেখে এসেছি—বুঝতে পারছিস্ তো ?

পৃথ্বীরাজেরও তাই মনে হয়েছিল। ডঃ সেন তখন মূর্তির চারপাশে ঘুরে ঘুরে দুর্গের সামান্য উঁচু প্রাচীর পরীক্ষা করে দেখছিলেন। জনপ্রাণীর কোন সাড়া শব্দ নেই কোথাও। এতো ভোরে কেউ প্রতাপগড় দুর্গের উপরে আসে না। হঠাৎ ডঃ সেন জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে শুরু করলেন। অনেক উচ্চতায় অক্সিজে্ন কম হ'লে হয়ত ওভাবে নিশ্বাস নিতে হয়। কিন্তু এ পাহাড় সামান্যই উঁচু। পৃথ্বীরাজ বুঝতে পারল না কেন ছোট মামা ও রকম করছেন। কই, তার তো কোন কষ্ট হচ্ছে না শ্বাস নিতে।

পৃথ্বীরাজ দেখল, ছোট মামা জোরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে প্রাচীরের দিকে এগিয়ে চলেছেন। পৃথ্বীরাজ ছোট মামার কাছে যেতেই তার নাকে পোড়া পোড়া বিশ্রি গন্ধ এলো। পশ্চিম দিকে এক জায়গায় নীচু প্রাচীরটাও ভাঙা। ভাঙা প্রাচীরের কাছে গিয়ে দু'ধাপ নীচে নেমে, একটা বড় পাথরের আড়ালে ডঃ সেন দাঁড়ালেন। পিছনে এসে পৃথ্বীরাজ দেখে, ছোটমামা পকেট থেকে রিভলবার বের করলেন। তারপর হঠাৎ দুর্বোধ্য মারাঠী ভাষায় চেঁচিয়ে বললেন ঃ

—ভেতরে কে আছ বেরিয়ে এসো।

যখন কেউ দুবার ডাকলেও এলো না তখন ডঃ সেন পাথরটির পাশ দিয়ে একটা গর্তের মুখে এলেন। সেই গর্তের মুখ দিয়ে দেখা গেল, ভিতরে একটা ঘরের মত জায়গা। ছোটমামার সঙ্গে পৃথ্বীরাজও সেই গুহাঘরে ঢুকলো আর সঙ্গে সঙ্গে তীব্র গাঁজা পোড়ার গন্ধে নাক জ্বালা ক'রে উঠলো।

সতেরো

গুহা ঘরের মেঝেটা একটা চাতালের মত, অন্ধকার নয়, উপর থেকে একটা গর্ত দিয়ে প্রভাতের আলো ভিতরে এসেছে। আর ঘরের এক কোণে আধা উলঙ্গ একটা মাঝবয়সী লোক জড়োসড় হয়ে বসে আছে। তার হাতেই গাঁজার কল্‌কে। অল্প ধোঁয়া বেরুচ্ছে। দশ-বারো মিনিট সেই প্রায় বন্ধ গুহাঘরে গাঁজার ধোঁয়া টানলে এমনিতেই নেশা হবে।

খোলা রিভলবার হাতে ডঃ সেন তার দিকে এগিয়ে গেলেন। বা' হাতের লাঠি দিয়ে আস্তে খোঁচা দিয়ে লোকটাকে উঠে দাঁড়াতে বললেন। কিন্তু লোকটি নড়ল না। কোন কথাও বলল না।

তবে কি লোকটা পাগল নাকি! তখন হিন্দীতেও তাকে উঠে আসতে বলা হলো। কিন্তু বোকার মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল লোকটা। ভয় ভাবনা তার যেন কিছুই নেই। ডঃ সেন বললেন :

—পৃথ্বীরাজ, তুই এর দিকে নজর রাখ। বলেই তিনি লাঠি দিয়ে চারদিকের দেওয়াল ঠুকে ঠুকে দেখলেন, কোন সুড়ঙ্গ আছে কিনা কোথাও। কোন দেওয়াল ফাঁপা হলেও কিছু একটা সন্দেহ করা যেতে পারে। তা না হ'লে একে পাগল ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় কি করে? এরপর ডঃ সেন একটা কাণ্ডই করে বসলেন।

—এই নাও, আরও গাঁজা কিনে খেও। বলে একটা পাঁচ টাকার নোট লোকটার কাছে রাখলেন। পৃথ্বীরাজ অবাক হয়ে বলে :

—ছোট মামা তুমি ওকে গাঁজা কিনে খেতে পাঁচটা টাকা দিলে?

—তাইতো দেখলি! এবার বলে দে ওকে গাঁজার দোকানটা কোথায়!

—মহাবালেশ্বর থেকে ছাড়া গাঁজা ও কোথায় পাবে? তুমি কি ঠাট্টা করছ ছোট মামা?

—মহাবালেশ্বরে ও যায় বা যেতে পারে বলে তো মনে হয় না। ওকে কেউ না কেউ কিনে এনে দেয়। কিন্তু সে কে বা কারা, তোর জানতে ইচ্ছে করে না ?

—নিশ্চয়ই করে। এটা একটা অদ্ভূত ব্যাপার। লোকটা পাগল অথবা আপাততঃ পাগল সেজে থাকতে চায়। তাই ওর কাছ থেকে এখন কোন ভয় নেই। তাই দু'জনে ঘরটা ভালমত পরীক্ষা করে দেখলো। কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু নজরে পড়ল না। তারপর দু'জনে বাইরে আসার পথে এলো।

প্রভাত সূর্যের আলোতে হঠাৎ কিছু একটা চিক্‌মিক্ করে উঠলো গর্তের মুখে। হাতে তুলে নিয়ে ডঃ সেন দেখলেন, সেটা একটা ইরাস্‌মিক ব্লেড। বুড়ো আঙ্গুলের নখের উপর 'ধার' পরীক্ষা করে বুঝলেন, ব্লেড্‌টি বেশী পুরানো নয়। তবে কিছু একটা কেটে কেটে 'ধারে'র দু'একটা জায়গা ভোতা হয়েছে।

—পৃথ্বীরাজ, দেখতো খুঁজে প্লাস্‌টিক বা তারের কোন কাটা টুকরো পাওয়া যায় কিনা ?

কিন্তু নিজেই তিনি পেয়ে গেলেন। লাল-কালো প্লাস্‌টিকের কাটা টুকরো। তামার তারের টুকরোও মিললো। ডঃ সেনের মুখে হাসি। বললেন ঃ

—পৃথ্বীরাজ ছত্রপতি শিবাজীর জন্ম কি মাসে ? ফেব্রুয়ারী মাসেই তো ?

—হঠাৎ একথা জিজ্ঞেস করছ কেন ?

—ব্লেড দিয়ে তার কেটে মাইক বা অ্যাম্‌প্লিফায়ার বাজাবার ব্যবস্থা কেউ করেছিল, খুব অল্প দিন আগে। শিবাজীর জন্মদিনে নয়। হয়ত বড়জোর মাসখানেক আগের কাটা এই প্লাস্‌টিক আর তামার তার। গত অমাবস্যা সময়কারও হতে পারে, একটু চুপ থেকে বললেন ঃ চল, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।

ফেরার পথে নীচে নামতে নামতে ডঃ সেন বললেন ঃ আজ রাত্রে

আর ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা যাবে না রে। এই অমবস্যাই হয়ত নিস্তব্দ থাকবে।

—কেন ছোট মামা ?

—দেখবি সত্যি কি মিথ্যা বলছি। তবে ঘোড়ার খুরের শব্দ না হ'লেও, দু'এক জনার লাশ পাহাড়ের নীচে পাওয়া যেতে পারে! আমার লাশও হতে পারে। তবে যারই হোক, পেট বাঘ নখ দিয়ে ছেঁড়া থাকবে।

—যদি ঘোড়ার খুরের শব্দই না শোনা যায়, যদি ভৌতিক ঘটনা না ঘটে তবে আজ রাত্রে বেরিয়ে লাভ কি ছোট মামা ?

—তোর ভয় করছে নাকি ? তবে তোকে বের হ'তে হবে না।

—এটা তুমি কি বলছো ? তুমি বের হবে আর আমি শুয়ে ঘুমুবো ? তা হয় না! বরং তার চেয়ে কাল ভোরে লোকে দু'টো লাশই খুঁজে পাক! মামা আর ভাগ্নের, পেট থাকবে ফালি ফালি ক'রে ছেঁড়া কি ব'লো ?

—দু'জনেই হো হো করে হেসে উঠলো।

আঠারো

বেলা বাড়তেই হুড়মুড় করেই যেন দারোগা মিঃ ভালেরাও-এর জীপ গোরেগাঁও-এ পৃথ্বীরাজদের ঘরের কাছে এলো। উত্তেজনায় ব্যস্ত হয়ে বললেন ঃ

—পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে ডঃ সেন, আপনাদের গাড়ীটা পাওয়া গেছে। হনুমন্ত রাও-ও সুস্থ হয়ে উঠেছে। তবে মাথায় এখনও কাঁচা ঘা।

—কোথায় ফেলে রেখে গেছে বলুন তো ?

—বম্বে-পানাজী রোডে পোলাদ্‌পুর আর মাহাদ্‌-এর মধ্যিখানে।

—গাড়ীটা বম্বে রোডের উপরেই ফেলে রেখে গেছে ? না এদিক সেদিকে ?

—পোলাদপুর আর মাহাদ্‌-এর মাঝপথ থেকে পশ্চিমে একটা পথ সোজা আরব সাগরের দিকে চলে গেছে। ঐ পথ 'বানকট্‌' নামে একটা ছোট বন্দরে শেষ হয়েছে। ঐ পথে, বম্বে-পানাজী রোড থেকে প্রায় নয়-দশ কিলোমিটার ভিতরে গাড়ী পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। এক ফোটা পেট্রল তাতে ছিল না।

—কি বন্দর বললেন ? বান্‌কট্‌ ? সেটার নাম তো শুনিনি।

—হ্যাঁ, আপনারা তো স্রেফ্‌ বম্বে, মার্মাগাও, পানাজী, মাঙ্গালোর, কোচিন—এসব বড় বন্দরের নামই জানেন। আরও কত ছোট ছোট বন্দর আরব সাগরের তীরে যে আছে তা জানলে অবাক হয়ে যাবেন। সব এখন চোরাচালানদের রাজত্ব।

—বানকট্‌ বন্দরও কি কুখ্যাত নাকি ?

—বানকটে সাবিত্রী নদীর মোহনায় একটা ফোর্ট আছে। ফোর্ট ভিক্টোরিরা। সেটা মশায় স্মাগ্‌লারদের পুরানো আড্ডা। ভাঙা চোরা ফোর্ট। তবে শুনেছি দুই দল স্মাগলারদের ঐ ফোর্ট নিয়ে ঝগড়া হওয়ায়, ওটা এখন কেউ ব্যবহার করে না।

—বলেন কি? দেশের আইনের হাত ততদূর যায় না কি? স্মাগলারদের মর্জির উপর সব চলছে?

—না, তা নয়। বানকট্ হ'লো বম্বে আর রত্নগিরি বন্দরের ঠিক মধ্যিখানে। বম্বের দক্ষিণে আরও তিনটি ছোট ছোট বন্দর, আলিবাগ, জন্‌জিরা আর শ্রীবর্দ্ধন—তারপরই বানকট্, ঐ গোটা আরব সাগর এলাকা সি-কাস্টমসের, কোস্ট গার্ডদের আওতায়। তাড়া খেয়ে অনেক স্মাগ্‌লার লঞ্চ নিয়ে বানকটে আসে। যেহেতু পশ্চিমঘাট পর্বত ঐ দিকে প্রচণ্ড খাড়াই, তাই বানকটে লোক যাতায়াত করে খুব কম। তাই আইন কানুন একটু ঢিলাঢালা তো ওখানে হবেই।

বেশ একটু চুপ ক'রে থেকে ডঃ সেন বললেন: মিঃ ভালেরাও, এখনও কি বুঝতে পারেননি, কারা আমাদের গাড়ী ছিনতাই করেছিল? তারা কোথাকার লোক? মহাবালেশ্বরের স্থানীয় লোক নয়, আর টুরিস্টও নয় নিশ্চয়ই। তারা বানকট্ অঞ্চল থেকে এসেছিল, তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। তেল থাকলে ও গাড়ী বানকটে পেতেন। কিন্তু কেন ওরা এখানে এসেছিল। কেন?

তারপর আবার ডঃ সেন দারোগা মিঃ ভালেরাওকে বললেন:

—কাল একবার সকালের দিকে এখানে আসবেন?

—কেন বলুন তো?

—এখন কিছু বলবো না। অবশ্য সঠিক কিছু এখন জানিও না। শুধু আন্দাজ করছি, কাল এলে অনেক কথা জানতে পারবেন।

—আরে মশায়! আপনি যে শার্লক্ হোমস্ হয়ে গেলেন! ব্যাপার কি?

—শার্লক হোমস্ আমি নই। আমি ডঃ অনিল সেন।

—অনিল হোমস্ আর শার্লক্ সেন—যাই হোন না কেন, আপনাদের বলিহারী যাই মশায়। মাঝে মাঝে মনে হয় আপনারা মানুষই নন। দেবতা। ঐ এক রত্তি ছেলে, পাঁচ হাজার ফুট উঁচু

পাহাড় থেকে পড়েও বেঁচে আছে। আর আপনিও মহাবালেশ্বরে গোটা পঞ্চাশ হোটেল থাকতেও, পরে আছেন একটা জংলী বস্তিতে। তাও কাল্পনিক রহস্যের গন্ধ পেয়ে। এখন যাই ডঃ সেন, কাল ভোরে না হয় একবার আসবো।

—না হয় নয়, একবার দয়া করে আসবেন। মনে হয় অনেক কিছু আপনাকে জানাতে পারব।

—বেশ তো, আসব! বলে মিঃ ভালেরাও জীপে উঠে চলে গেলেন।

উনিশ

রাত্রে খাবার খেয়ে, তাড়াতাড়ি দু'জনে শুয়ে পড়ল। মনে হবে যেন তাদের খুবই ঘুম পেয়েছে। ডঃ সেন পাশ ফিরে শুয়ে বললেন ঃ তোর কি মনে হয়—ঐ গাঁজাখোর পাগলটা এমনি পাগল, না সাজা পাগল ?

পৃথ্বীরাজ বলল ঃ ছোট মামা, প্রথমে সবটা কেমন যেন খাপছাড়া খাপছাড়া লাগতো। কিন্তু মনে হয় এখন পরিষ্কার কিছু বুঝতে পারছি। একটি পাগল একলা নির্জন জায়গায় গাঁজা খায়, মাইকে ভৌতিক শব্দ হয়, আর কয়েক জন লোক তোমাদের আহত করে গাড়ী কেড়ে নিল। এসবের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে মনে হয়।

তোর কি মনে হয় এরা একই দলের লোক ? ডঃ সেন জিজ্ঞেস করেন।

—তা মনে হয়। তবু ঠিক যেন বুঝতে পারছি না।

ডঃ সেন একটু চুপ করে থেকে বললেন ঃ বুঝতে পারবি। আবার এই ঘটনাগুলো ভাবতো ? অন্ধকার রাত্রেই শুধু শত শত ঘোড়ার ছুটে আসার শব্দ হয়। কেউ যদি ঐ শব্দ হবার সময় শব্দের কাছে থাকে, তাকে মেরে ফেলা হয়, বাঘ নখ দিয়ে পেট ফালি ফালি করে কাটা থাকে অন্যদের ভয় দেখাবার জন্য। তার অর্থ একটাই হতে পারে, যারা ওখানে যাতায়াত করে। তারা হয়ত কোন গুপ্তধনের সন্ধান দুর্গে পেয়েছে। অনেক প্রাচীন রাজাদের দুর্গেই তা পাওয়া যায়। অথবা ওরা আত্মগোপনকারী কোন খুনী অথবা রাজনৈতিক দলের লোক। অথবা সে কালের বিখ্যাত প্রতাপগড় ফোর্ট এখন আরব সাগরের চোরাচালানদারদের শক্ত ঘাটি।

পৃথ্বীরাজ বলল ঃ ছোটমামা, আমার মনে হয় ওরা স্মাগ্‌লার। দারোগাবাবু বলেছিলেন বন্দর বানকট্‌ বম্বে-পানাজী রোড থেকে মাত্র চল্লিশ-পঞ্চাশ কিলোমিটার পশ্চিমে। আর ঐ পথ নির্জন। তোমাদের গাড়ীটাও ও পথেই পেয়েছে পুলিশ।

—আমারও তাই মনে হয়। হয়ত জলদস্যুদের মত দুর্ধর্ষ চোরা-চালানদারদের কাজকর্মের সঙ্গে আমরা জড়িয়ে পড়েছি। নে, এবার শুয়ে পর।

কুড়ি

রাত তখন প্রায় পৌনে এগারোটা হবে। অমাবস্যার রাত। কালো অন্ধকার। চারদিকে জংলী ঝিঁ ঝিঁর ডাক একটানা কর্কশ ঐক্যতানের মত শোনাচ্ছিল। ডঃ সেন আর পৃথ্বীরাজ নিঃশব্দে এগিয়ে চলল দুর্গের দিকে। কিন্তু ওরা টেরও পেল না আর একজন নিকষ কালো রং এর মানুষ ওদের অনুসরণ করছে। হাতে তার ছোট বর্শা, সেটা লাঠি হিসেবেও ব্যবহার করা যায়।

দুর্গে উঠবার যে একটি মাত্র পথ আছে, সে পথ দিনের বেলাতেই চড়া কষ্টকর। রাত্রের অন্ধকারে সে পথ আরও অনেক বেশী কষ্টসাধ্য। ছোট পেনসিল টর্চ জ্বালিয়ে সে পথ চলা মোটেই সহজ ছিল না। পাহাড়ের গায়ে প্রায় হাত রেখে রেখেই ডঃ সেন আর পৃথ্বীরাজ উপরে উঠছিল। তবে তাদের তাড়াহুড়ো করার কিছু ছিল না। নিঃশব্দে ধীরে ধীরে আঁকাবাঁকা পথ ধরে ওরা উপরে উঠে এলো। একটা ছোট পাথরও ওদের পায়ে লেগে গড়িয়ে পড়ল না। কোন রকম শব্দ হলে পাছে ওদের নৈশ অভিযান ব্যর্থ হয়, তাই ওরা অত্যন্ত সতর্কভাবে উপরে উঠে এলো।

সামনেই সোজা পথ দুর্গের প্রবেশ দ্বারে চলে গেছে। পথটুকু বেশী ঢালুও নয়। একটু এগিয়ে গেলেই বা'দিকে বিখ্যাত বিজাপুরী সেনাপতি আফজল খাঁর সমাধিমন্দির। সেই সমাধিতে কবরের পাশে একটি প্রদীপ জ্বলছে। ডঃ সেনের ভাবনা তখন একটাই, কি করে সেই প্রদীপের আলো এড়িয়ে দুর্গে যাওয়া যায়। বলা যায়না আশে পাশে লুকিয়ে থেকে কেউ ওদের গতিবিধির উপর নজর রাখছে কি না!

চারদিকে কালোর মধ্যে প্রদীপের জ্বলন্ত শিখা মনে হয় যেন একটি মুক্তো। গুটিপোকার মত সাইজের। তার চারদিকে আলো

ছড়িয়ে পড়েছে। একটি ছোট্ট প্রদীপের আলো যে এত জোরালো হতে পারে, সেটা নিকষ কালোর ব্যাকগ্রাউণ্ডে ছাড়া বোঝা যাবে না।

সমাধি পার হতে গিয়ে ওরা প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চললো। বহুক্ষণ অন্ধকারে থাকলে অন্ধকারটাও যেন হালকা হয়, চোখ সওয়া হয়ে যায়। দৃষ্টি আর অনুভূতি দিয়ে যেন অনেককিছু দেখা যায়।

অবশেষে অভিযানের প্রথম পর্ব শেষ হলো। ওরা দুর্গের প্রবেশ পথে এলো। তারপর সকাল বেলার দেখা পথ ধরে, অত্যন্ত সতর্কভাবে দুর্গের চূড়োয় পৌঁছলো।

সেখানে গাছপালা কোন কিছু নেই। তাই কীটপতঙ্গ প্রাণীর কোন সাড়াশব্দও নেই। এতক্ষণ চলার উত্তেজনায় ঠাণ্ডা কতটা পড়েছে বোঝেনি। এবার পাহাড় চুড়োয় হাল্কা হাওয়ায় কনকনে ঠাণ্ডা ওদের মেরুদণ্ডে শিহরণ জাগালো। শিবাজীর মূর্তির বেদীর নীচে বসে, ডঃ সেন ফিস্ ফিস্ করে পৃথ্বীরাজকে বললেন :

—আমরা চারদিক থেকে এখন অরক্ষিত। তাই পিছনটা পাহাড়ে বা বেদীতে ঠেকিয়ে রাখবি! রাত্রে বা বনে জঙ্গলে নিজের পিছন কক্ষণো অরক্ষিত রাখতে নেই।

কিন্তু সেই উন্মুক্ত অন্ধকার চূড়োয় কিছুতেই অজ্ঞাত আক্রমণ-কারীর হাত থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখা সম্ভব নয়।

তারপর একটু বিশ্রাম ক'রে প্রায় হামাগুড়ি দিয়েই সকালের দেখা গুহাঘরের কাছে এলো দু'জনে। ডঃ সেন কান পেতে শুনতে চেষ্টা করলেন, লোকজনের কোন সাড়া শব্দ সেখান থেকে আসে কিনা। কারণ, তার ধারণা হয়েছিল, যদি সেই ভৌতিক শব্দ কিছু অ্যাম্প্লিফায়ার দিয়ে বাজানো হয়, তবে তা হবে ঐ গুহাঘর থেকেই। ওখানেই থাকবে টেপ্ রেকডার।

একুশ

অমাবস্যার অন্ধকার রাত। দরকার হলে সারা রাতটাই এখানে তাদের কাটাতে হবে। পাহাড় চূড়ায় অল্প অল্প হাওয়া বইছে। ঠাণ্ডায় হাত পা অবশ হয়ে আসছে। পৃথ্বীরাজ ছোটমামার পিছনে বসে। ডঃ সেন কোয়ার্টজ ঘড়িটা টিপে দেখলেন। রাত সাড়ে বারোটা। আর ঠিক তখনই উজ্বল নীল আলোর একটা সরু ধারা নীচ থেকে কারা যেন উপরে ফেললো। তীব্র নীল আলোটা কোন শক্তিশালী টর্চের, তার কাঁচটা অবশ্যই নীল রং-এর হবে। শিবাজীর মূর্তির গায়ের উপর দিয়ে, ডাইনে বায়ে বার দুয়েক ঘুরে আলোটা নিবে গেল। মিনিট খানেকের মধ্যে আরও দু' দু বার আলো সেভাবে দুর্গের চূড়া ছুয়ে গেল। হামাগুড়ি অবস্থা থেকে তখন দুজনে, শুয়ে পড়েছে। যাতে তাদের কেউ না দেখতে পায়।

প্রায় শুয়ে শুয়ে ডঃ সেন বুকে হেটে এগিয়ে চললেন ভাঙা প্রাচীরের কাছে, গুহা মুখের পাথরের কাছে, আর মনে মনে ভাবছেন তখনই হয়ত টেপ্ রেকর্ডার বেজে উঠবে, তার শব্দ অ্যাম্প্লিফায়ার হয়ে ছড়িয়ে পড়বে অমবস্যার রাত্রে পাহাড়ে জঙ্গলে। ঠিক সেই সময় দূর থেকে একটা লরী এসে যেন দুর্গের পশ্চিম দিকে থামলো।

ডঃ সেন অনেকটা ঝুকে পড়েছেন। ভাবছেন এতো রাত্রে এখানে একটা লরী বা ভারি গাড়ী কেউ নিয়ে এসেছে। ঠিক তখনই রাত্রের নিস্তব্ধতা ভেদ করে, 'হর হর মহাদেও' বলে চীৎকার করে, কে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল ডঃ সেনের পায়ের গোড়ালির উপর। আর সঙ্গে সঙ্গেই বিকট চীৎকার করে, আক্রমণকারী ছিটকে পড়ল ডঃ সেনের পায়ের উপর থেকে। কিছু একটা পাহাড়েব গা বেয়ে নীচে পড়ার শব্দ হলো। তখন একজন কেউ পৃথ্বীরাজ আর ডঃ সেনের পা ধরে পিছনে টেনে আনার চেষ্টা করতে করতেই বলল : কোথাও চোট লাগেনি তো সাব্। অন্ধকারে ভালো দেখতে পারছিলাম না। কথাগুলো শুনেই

টর্চের আলো ফেললো পৃথ্বীরাজ আগন্তুকের মুখের উপর।—সর্দার তুমি এখানে ?

—আমি না এলে তোমরা আজ বাঁচতে না।

ডঃ সেন সর্দারকে জড়িয়ে ধরলেন আনন্দে। তখন দুর্গের নীচে পথে, কোন ভারী গাড়ী স্টার্ট দিয়ে চলে গেল। নীচে থেকে আলো কেউ ফেলল না।

ছোট টর্চের আলো জ্বেলে আক্রমণকারীকে খুঁজে পাওয়া গেল না। তখন তিনজনে সাবধানে সেই ছোট গুহাঘরে প্রবেশ করল। দিনের বেলা দেখা ঘরটি তখন আর সে রকম নেই। যেখানে পাগলটা সকালে বসেছিল, সেখানে কালো অন্ধকার একটা সুড়ঙ্গের মুখ। কত বড় সুড়ঙ্গ, কোথায় তার শেষ কে জানে। কে জানে কত রহস্য সেখানে লুকিয়ে আছে।

টর্চের আলো ফেলে অসমান সিড়ি ভেঙে তিনজনে সুড়ঙ্গের খানিকটা নীচে গিয়ে দেখল। সুরঙ্গ অনেক নীচে চলে গেছে। তার শেষ কোথায় কে জানে। তিনজনে উঠে এলো উপরে। রাত্রে আর নীচে যাওয়া উচিত হবে না। ডঃ সেন বললেন :

—দুর্গের অধিপতি, অবরুদ্ধ হ'লে এরকম সুড়ঙ্গ দিয়েই হয়তো দুর্গের বাইরে পালিয়ে যেত। এই সুড়ঙ্গের অন্য মুখও হয়ত নির্জন কোনখানে গিয়ে বাইরে যাবার পথ করে দিয়েছে।

পৃথ্বীরাজ বলল : কাফ্রী জলদস্যু সিদ্ধি জোহর যখন পান্‌হালা দুর্গ—অবরোধ করেছিল, শিবাজী বোধহয় এরকম কোন সুড়ঙ্গ পথ ধরে দুর্গ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। সিদ্দি জোহর জানতেও পারেনি বহু দিন পর্যন্ত। বোকার মত অবরোধ চালিয়ে গিয়েছিল।

—ঠিকই বলেছিস্। কাল দেখা যাবে এর শেষ কোথায়। আজকের অভিযানের আর কোন গুরুত্ব নেই! আজ আর ভৌতিক শব্দ বাজবেনা চল, ফিরে যাই।—

বাইশ

বেলা হতে না হতেই দারোগা মিঃ ভালেরাও গোরেগাঁও চলে এসেছেন। সঙ্গে এক ঝুড়ি সদ্য তুলে আনা স্ট্রবেরী। দারোগা এসেই দেখেন, পঞ্চাশ ষাট জন মাওলী জড়ো হয়েছে পৃথ্বীরাজদের ঘরের কাছে। সকলের চোখেমুখেই উত্তেজনা। গত রাত্রের ঘটনা শুনে দারোগাবাবুও অবাক। বললেন :

—চলুন, সেই হতভাগাকে খুঁজে বের করি! বেঁচে আছে না মরে গেছে কে জানে।

—খুঁজে হয়ত লাভ হবে না। তবু চলুন।

—কেন বলছেন একথা, ডঃ সেন ?

—ওদের দলের লোকেরা ওকে নিশ্চয়ই আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার জন্য ওখানে রেখে দেবে না!

—তা বটে। আপনাদের মুখচোখ দেখে মনে হয় সারারাত ঘুমোন নি! আপনারা বিশ্রাম নিন্, আমরা খুঁজে দেখে আসি!

—তা কি হয় নাকি ? চলুন আমরাও যাই।

দলবেধে প্রতাপগড়ের পাহাড়টার পশ্চিম আর দক্ষিণ দিকের নীচের এলাকাগুলি অনেক খোঁজাখুজি করা হ'লো। কোথাও কিছু নেই। বড় বড় পাথরের খণ্ড পাহাড়ের গায়ে এখানে সেখানে উঁচু হয়ে আছে। কাছে না গিয়ে খোঁজা যায় না। মাওলীরা কাঠ বিড়ালির মত পাহাড়ে চড়ে চড়ে খুঁজল। এদিকে তখন ডঃ সেন অবাক বিস্ময়ে পাহাড়ের দিকে চেয়ে আছেন।

রক্ ক্লাইম্বিং করার সময় লোহার নাল পাহাড়ের গায়ে পোঁতা হয় পা রাখার জন্য। তেমনি বড় বড় নাল প্রতাপগড়ের পাহাড়ের গায়ে কারা যেন পুঁতে রেখেছে। ডঃ সেন কয়েকজন মাওলী যুবককে উপরে উঠতে বললেন। শক্ত মজবুত লোহার রড্ পাহাড়ের গায়ে গাঁথা। ডঃ সেনের সন্দেহ হল হয়ত যারা ভৌতিক শব্দ করে, তাদের লোকেরা

এই সব ঘন ঘন বসানো লোহার রডের উপর পা রেখেই উপরে কোথাও ওঠে যায়। পা ফেলে ডঃ সেন আর পৃথ্বীরাজও কিছুটা উপরে উঠে গেল।

তখন বেশ উঁচু থেকে মাওলী যুবকদের চেঁচামেচি শোনা গেল। কিছুটা উপরে একটা পাথরের পাশে দাঁড়িয়ে ওরা চীৎকার করছে। কিছু যেন বলতে চাইছে ওরা। ভীষণ উত্তেজিত তারা।

যেখানে দাঁড়িয়ে কয়েকজন মাওলী চীৎকার করছিল, সেই পাথরের পিছনে বিরাট একটা স্বুড়ঙ্গের মুখ দেখা গেছে। তাই এত চেঁচামেচি। মোটা শরীর নিয়ে মিঃ ভালেরাও উপরে উঠে হাঁপাতে লাগলেন।

শুকনো ঘাস দিয়ে মশাল বানিয়ে, আগুন ধরিয়ে কয়েকজন যুবক স্বুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে গেল। কিছুক্ষণ পরে আবার তাদের চীৎকার শোনা গেল। সবাই সেখানে গিয়ে দেখতে পেল প্রায় পনের বিশ গজ ভিতরে, একটি লোক চিত হয়ে শুয়ে আছে। চিনতে দেরী হ'লো না, এই সেই গাঁজাখোর পাগল। মরে কাঠ হয়ে আছে। মৃত দেহ বাইরে বের করে, নীচে আনা হ'লো! কোন কঠিন কিছুর আঘাতে তার মাথা ফেটে গেছে। পৃথ্বীরাজ সর্দারের দিকে চাইতেই তু'জনার চোখা চোখি হ'লো, কিন্তু কেউ কিছুই বললো না। তাহ'লে পাগলটাই কাল রাত্রে তাদের খুন করতে চেয়েছিল।

একটি যুবক স্বুড়ঙ্গের মধ্য থেকে আরও কয়েকটি জিনিস কুড়িয়ে পেল, তুটো বড় টর্চ লাইট। কাচগুলো নীল রং এর। আর একটা লাউড্ স্পিকার, ভাঙা। আর একটা ক্যাসেট্। ডঃ সেন ক্যাসেট্‌টি মিঃ ভালেরাওকে দিয়ে বললেন ঃ

—এটা পকেটে রাখুন। আর বোধ হয় অশ্বখুরধ্বনি প্রতাপগড়ে বাজবে না! কারণ আসল জিনিসটি এখন আপনার পকেটে।

—আমি মহাবালেশ্বর গিয়েই বাজিয়ে শুনব। এতো দেখছি একটা ইংরাজী ছবির ক্যাসেট্!

বলেই তিনি উল্টেপাল্টে সেটা দেখে পকেটে পুরলেন।

ঠিক হলো, পর দিন সকালে পুলিশ বাহিনী এলে, পুরো সুরঙ্গটা সার্চ করা হবে। সার্চ লাইট, গ্যাস্‌-মাস্ক—আরও অনেক কিছু জোগাড় করতে হবে। গোরেগাঁও-এ কয়েকজন পুলিশ পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন রাত্রের জন্য—একথা বলে দারোগাবাবু চলে গেলেন। ভীষণ উত্তেজিত হয়ে, জীপে উঠতে গিয়ে পা ফসকে প্রায় পড়ে গিয়েছিলেন আর কি।

তেইশ

কিন্তু পরের দিনের জন্য সব কিছু অপেক্ষা করল না। প্রচণ্ড প্রতিহিংসায় দু'জন মাওলী যুবকের প্রাণ নিয়ে নিল অজ্ঞাত আততায়ীরা। রাত্রে সে কথা বেশী লোকে জানতে পারেনি। সে রাত্রে যে সব ভয়ংকর ঘটনা ঘটে গেল তার অভিজ্ঞতা ডঃ সেন আর পৃথ্বীরাজ জীবনেও ভুলতে পারবে না।

পাহাড় খুঁজে পাগলের মৃতদেহ পাবার পর তা পোস্ট মর্টেম করার জন্য ব্যবস্থা করে দারোগাবাবু চলে যান। সন্ধ্যার মুখে বিশ জন কনস্টেবল নিয়ে এক সাব্-ইন্সপেক্টর এসে ডঃ সেনের সঙ্গে দেখা করল। ওরা রাত্রে গোরেগাঁও আর দুর্গের মধ্যেকার পথে পাহারা দেবে। সুড়ঙ্গের মুখ পাহারা দেবার জন্য লোকের ব্যবস্থাও হলো।

গোটা মাওলী পাড়াটা সারাদিন দারুণ উত্তেজনার মধ্যে কাটিয়ে সন্ধ্যার পর একদম নিস্তব্ধ হয়ে গেল। ডঃ সেন সর্দারকে বিশেষ করে বলে দিয়েছেন, সন্ধ্যার পর কেউ যেন আজ বাইরে না যায়। রাত্রের খাওয়া দাওয়ার পর শুয়ে শুয়ে কথা হচ্ছিল।

—ছোটমামা! তোমার কি মনে হয় সুড়ঙ্গের মধ্যে খোঁজ করলে কিছু পাওয়া যাবে?

—সঠিক কিছু বলা যায় না। এবার ঘুমিয়ে পর। দেখা যাক কাল কি হয়। তবে আমাদের এখানের কাজ শেষ। এবার বাড়ি ফেরার কথা ভাব।

রোজকার মত ডায়েরী লেখা শেষ ক'রে ডঃ সেন ঘুমিয়ে পড়েছেন। মাওলী গ্রামও ঘুমন্ত। পাড়ার কুকুরগুলোও কোন সাড়া শব্দ করছে না। হয়ত পুলিশের দলের দু একজন ছাড়া সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। তখনই দূর থেকে শত শত অশ্বখুরধ্বনি শোনা গেল।

অনেক ঘোড়া যেন বহুদূর থেকে ছুটে আসছে। সেই ধ্বনি ক্রমশঃ তীব্র হতে তীব্রতর হতে শুরু করলো। একদম কাছে প্রতাপগড়ের

দক্ষিণে নয়, পশ্চিমে নয় এবার। একেবারে মাওলী গ্রামের দিকে দুর্গের পাদদেশে।

ডঃ সেনের ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি পৃথ্বীরাজকে ঘুম থেকে তুলে, দুজনে পুলিশদের ডেকে তুললেন। প্রচণ্ড শক্তিশালী মাইক্রোফোনে, শক্তিশালী লাউড্‌স্পিকারে শত শত খুরের ধ্বনি রাত্রের আকাশ কাঁপিয়ে দিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। সব কিছু চুপচাপ হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ ভয়ংকর—রণ-হুংকার শোনা গেল—'হর হর মহাদেও'। যারা শুনেছে তাদের বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল।

অজানা আশংকায় অনেকেই ঘরের বাইরে আসেনি। সর্দার কয়েকজনকে নিয়ে ডঃ সেনের কাছে ছুটে এলো। বলল :—সাব। এদিকে কখনও এমন হয় নি। কার সর্বনাশ হয়ে গেল কে জানে। হায়, হায়।

রাত তখন একটা দেড়টা হবে। ডঃ সেন সাব্‌ইন্‌স্‌পেক্টরকে বললেন : আপনার লোক জনকে দুভাগ করে দুর্গের দক্ষিণ আর উত্তর-পূর্ব দিকের দু'দিকের পথই অবরোধ করুন। কেউ যেন এই এলাকা থেকে পালাতে না পারে।

তারপর সর্দারকে বললেন : তুমি বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেখতো গ্রামের সব লোক বাড়িতে আছে কিনা?

পৃথ্বীরাজ চুপ করে ছিল। বলল : ছোটমামা, আমাদের জন্য আজও এক হতভাগার জীবন গেল?

কিছুক্ষণ পরে উত্তেজিত সর্দার দৌড়ে ফিরে এলো। দুটি মাওলী যুবককে পাওয়া যাচ্ছে না। ডঃ সেন বললেন :

—হায় ভগবান। দু'টি প্রাণ আজ শেষ হলো। সর্দার তাড়াতাড়ি যত আলো, মশাল পারো শীঘ্র জোগাড় করো। আমরা এখুনি দুর্গে অনুসন্ধানে যাব।

চব্বিশ

দলে দলে মশাল নিয়ে চললো। পুলিশ সাব্‌ইন্‌স্‌পেক্টর বিরাট দল নিয়ে চলে গেল দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। ডঃ সেন অন্য দল নিয়ে দুর্গের উপরে উঠতে শুরু করলেন। রণ-হুংকার সেদিক থেকেই এসেছে।

শেষ রাত্রের অন্ধকার তখন হাল্কা হয়ে এসেছে। মশাল হাতে সবাই দুর্গের চূড়ায় উঠেছে। সর্দার গুহাঘরের মধ্যে ঢুকেই চীৎকার করে বলল ঃ সাব্‌ জলদি আসো, দু'টো লোক এখানে শুয়ে আছে।

সবাই ভিতরে গিয়ে যা দেখলো, তাতে বিস্ময়ে, দুঃখে সকলের মন ভেঙে গেল। দু'টি তরতাজা মাওলী যুবক চিত হয়ে শুয়ে আছে পাশাপাশি। যেন ঘুমুচ্ছে। তাদের চোখে মুখে তখনও আতংকের ছাপ। উন্মুক্ত বুকের নীচে পেট যেন ফালি ফালি করে ছেঁড়া। হিংস্র, বিভৎস হত্যা।

ডঃ সেন দুজনার নাড়ি পরীক্ষা করে দেখলেন, অনেকক্ষণ মারা গেছে। কিন্তু একজনের পেটের কাছে কিছু একটা চিক্‌মিক্ করে উঠলো। ডঃ সেন হাতে তুলে দেখলেন, সেটা স্টীলের একটা 'বাঘ নখ'। হত্যাকারীরা হাতের পাঁচ আঙ্গুলেই হয়তো পড়েছিল। একটি খুলে পড়ে গেছে !

মৃতদেহ নিয়ে সবাই নীচে গ্রামে এলো। সারা গ্রামে দুঃখের ছায়া। ভোর হতেই মিঃ ভালেরাও গোরেগাঁও এলেন। ডঃ সেনকে বললেন ঃ খবর কি এদিককার। পুলিশ সুপার মিঃ ভোস্‌লে বিরাট বাহিনী নিয়ে আসছেন দশটার মধ্যে। আপনি মশাই যাদু জানেন ? কালকের টেপ্‌ বাজিয়ে, যা বলেছেন, তাই শুনতে পেলাম।

কোন কথা না বলে ডঃ সেন সেই স্টীলের বাঘ নখটা দারোগার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন ঃ

—এই দেখুন, সেই ভৌতিক বাঘ নখ। ওদের আরও টেপ্‌ ছিল। কাল রাত্রে বাজিয়েছে, আর দুজন মাওলীকে খুন করেছে। ঐ দেখুন গ্রামের লোক কান্নাকাটি করছে।

—বলেন কি, অ্যাঁ?

বলেই দারোগাবাবু মৃতদেহ দেখতে গেলেন। ডঃ সেন বললেন ঃ

—হত্যাকারীরা এই এলাকা থেকে পালাতে পারে নি। ওরা এখানেই কোথাও আছে। আপনার পুলিশ আর মাওলী যুবকেরা কাউকে দুর্গের কাছে আসতে দিচ্ছে না, কাউকে চলে যেতে দেওয়াও হচ্ছে না।

পঁচিশ

বেলা দশটা নাগাদ পুলিশ সুপার মিঃ ভোসলে গোরেগাঁও এলেন। বিরাট পুলিশ দল একের পর এক লরিতে এলো। ডঃ সেন তার সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন অনেকক্ষণ। তারপর বললেন ঃ

—মিঃ ভালেরাও ত্রিশজন ফোর্স রিজার্ভ রেখে আর সবাইকে দিয়ে প্রতাপগড় পাহাড়টাকে সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলার ব্যবস্থা করুন। একটা কাঠবিড়ালিও যেন চোখের আড়ালে পালাতে না পারে। তারপর ঐ রিজার্ভ ফোর্স নিয়ে আপনি দুর্গের চূড়ায় চলে যান। আই শ্যাল মিট ইউ দেয়ার সার্প এট টুয়েলভ।

তারপর সঙ্গের সহকারী সুপারকে বললেন ঃ মিঃ টেলাং, আপনি টর্চ লাইট্‌গুলো রেডী করুন। মাউন্টেনিয়ারিং-এর সরঞ্জাম রেডী করুন। এক ইউনিট্‌ টিয়ার গ্যাস্‌ ও বেশ কয়েকটি গ্যাস-মাস্ক থাকবে দুর্গের উপরে।

এ সবই আমি বাই টুয়েলভ দুর্গের উপরে চাই। হ্যাঁ, ভালো কথা! ইন্‌সপেক্টর তুলজাপুরকার, আপনি বাইরের সুড়ঙ্গ মুখে থাকবেন। ওখানে বেশী লোক দাঁড়াবার জায়গা নেই। দশ জন সেপাই থাকবে আপনার সঙ্গে। কোন রাইফেল্‌ ম্যান দরকার নেই। আটটা স্টেনগান আর দু'টো টীয়ার গ্যাস থাকবে। অতো ছোট জায়গায় 'ক্লোজ্‌ কোয়ার্টার ব্যাট্‌ল' আর্‌মস অর্থাৎ স্টেন ইজ দি বেস্ট, কি বলেন? আপনার সব লোকের যেন গ্যাস্‌-মাস্ক সঙ্গে থাকে? আমি মাইক্রোফোনে যোগাযোগ রাখব। কি করতে হবে, সে অর্ডারও দেব, যদি সুড়ঙ্গ থেকে কেউ পালাতে চায়, ডু নট ফায়ার—ইফ্‌ ইউ কুড এভয়েড্‌। ওকে?

—ওকে স্যার—

—দেন্ গো এণ্ড টেক্ পজিশন—

সব ব্যবস্থা হয়ে গেলে পুলিশ সুপারকে ডঃ সেন বললেন ঃ

—মিঃ ভোসলে, গত রাত্রে আমাদের উচিত ছিল দুর্গে পাহারার ব্যবস্থা করা। তা হ'লে হয়তো দুটো যুবক মারা যেত না।

—ডঃ সেন, আমার কিন্তু তা মনে হয় না। ওরা প্রতিশোধ নিতে, আতংক ছড়াতে খুন করতই, গতকাল অথবা অন্য কোন দিন। কিন্তু আগন্তুকরা কেন এখানে আসে সেটা ভেবেছেন। ওরা কারা জানেন ?

—হ্যাঁ! প্রথম ভেবেছিলাম ওরা সাধারণ ডাকাত। তারপর ভাবলাম কোন গুপ্তধনের সন্ধানে ওরা দুর্গে খোঁজাখুজি করছে। সেটা আবার পুরানো দুর্গগুলোতে থাকতেও পারে। কিন্তু গাড়ীটা বানকট্ বন্দরের দিকে নিয়ে যাওয়ায় বুঝতে পেরেছিলাম, ওরা আরব সাগরের তীরে যেতে চায়। স্মাগলার দলের লোক ছাড়া ঐ দুর্গম বন্দরে কে আর যেতে চাইবে ?

—ডঃ সেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। গাড়ী উদ্ধারের খবর পেয়ে আমি সী-কাস্টমসের সঙ্গে যোগাযোগ করি, গোয়েন্দা মারফত কিছু মারাত্মক খবরও পেয়েছিলাম। আপনাকে গোপন করার প্রয়োজন নেই। বিখ্যাত ইণ্টারন্যাশনাল স্মাগলার গাজী মস্তান এই এলাকায় কোথাও ঘাঁটি করেছে। গাজী মস্তানের গ্যাং এখন তাদের কার্যকলাপ এদিকেই বেশী করছে। কাস্টমস আর নতুন কোস্ট গার্ডদের জলপথে আর আকাশ পথে জোরদার টহলদারীর জন্য. গাজী মস্তানের গ্যাং দুবাই-বম্বে জোন ছেড়ে দিয়েছে। শোনা গেছে দুবাই টু শ্রীবর্ধন, বানকট্ ও রত্নগিরি, ঐ তিনটি বন্দরে ওদের যাতায়াত। তা ছাড়া ডিপ ইনসাইড মেইনল্যাণ্ড ওরা ঘাঁটি করার চেষ্টা করছে।

পৃথ্বীরাজ ঐ সব কথা রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল। গাজী মস্তান! ওরে বাবা! সে যে বিরাট নামজাদা স্মাগলার।

ছাব্বিশ

প্রতাপগড় দুর্গের বিশাল পাহাড়টাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে পুলিশ দিয়ে। প্রাচীনকালে একেই হয়তো অবরোধ বলা হ'তো। জোরালো মাইক্রোফোন হাতে মিঃ ভোসলে এদিক সেদিক ছোটাছুটি করছেন। কখনও কখনও নীচের গুহা মুখের পুলিশ অফিসার মিঃ তুলজাপুরকারকে মাইক্রোফোনে নির্দেশ দিচ্ছেন।

মিঃ ভোস্‌লে প্রাক্তন আর্মি অফিসার। অপারেশনে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সব ব্যবস্থা পরখ করে নিতে চান, সব ব্যবস্থা যখন তার মনের মত হ'লো, তখন তিনি পৃথ্বীরাজ ও ডঃ সেনকে গ্যাস্-মাস্ক পড়ে নিতে বললেন।

মিঃ ভোস্‌লে, মিঃ ভালেরাওকে নিয়ে দুর্গের উপরের গুহা ঘরে এলেন। তার পিছনে ডঃ সেন এবং পৃথ্বীরাজ। তাদের পিছনে অনেক পুলিশ। অনেকগুলো শক্তিশালী টর্চ জ্বালিয়ে সুড়ঙ্গের মধ্যে বেশ কয়েক ধাপ নেমে, মিঃ ভোস্‌লে গর্জন করে উঠলেন। বদ্ধ সুড়ঙ্গে মাইক্রোফোনের সেই আওয়াজ; এবং তার সঙ্গে পুলিশ সুপারের নাটকীয় সেই আদেশ, পাহাড়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কাঁপুনী ধরিয়ে দিল। পৃথ্বীরাজও প্রথমে সেই ভৌতিক গম গম আওয়াজে চমকে উঠেছিল। পুলিশ সুপার মিঃ ভোস্‌লে মাইকে বললেন :

তোমরা যারা সুড়ঙ্গের মধ্যে লুকিয়ে আছ,—বাহার আও, হাতিয়ার ডাল দো, বরণা নতীজা বহুত খারাপ হোগা—আমার কাছে অনেক গ্যাস আছে। আমি সুড়ঙ্গে গ্যাস্ ফায়ার করে বিষাক্ত গ্যাসে ভর্তি করে দেব। যদি বাঁচতে চাও,—হাতিয়ার ডাল দো, বাহার আও। বার বার ঐ আদেশের পরেও কিন্তু কোন সাড়া শব্দ নেই কোথাও। নিঃশব্দ সুড়ঙ্গ যেন মৃত্যুপুরীর মত। পৃথ্বীরাজ ডঃ সেনকে বললো : ছোটমামা তাহলে বোধহয় কেউ ভিতরে নেই।

ঠিক তখনই পর পর টীয়ার গ্যাস্ সেল ফাটানো হলো, সুড়ঙ্গের অন্ধপথে। মুহূর্তে চোখজ্বালা করা ধোঁয়া উপরে ধেয়ে এলো। আর সেই দুর্যোগের মধ্যে নীচ থেকে অনেক গুলি, বোমার শব্দ কানে এলো। স্টেনগানের ফায়ারের শব্দও এলো। মিঃ তুলজাপুরকার কেমন আছেন জানবার জন্য মিঃ ভোসলে দ্রুত গুহাঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সাতাশ

শীতকালের মেঘহীন দুপুরের আকাশ মনে হয় অনেক উপরে উঠে গেছে। নীচে ঝলমলে রোদ প্রতাপগড় দুর্গের সারা গায়ে। নীচে সুড়ঙ্গ-মুখে তখন প্রচণ্ড উত্তেজনা। কাঁদানে গ্যাসের তেজ যখন কিছুতেই সহ্য হচ্ছে না, তখন সুড়ঙ্গে লুকিয়ে থাকা দুর্বৃত্তরা হঠাৎ সুড়ঙ্গের বাইরে পর পর অনেকগুলো বোমা ফাটায়। সেই আকস্মিক আক্রমণে চার পাঁচ জন পুলিশ আহত হয়। ওরা গুহা মুখে পাহারা দিচ্ছিল। কিন্তু শীঘ্রই মিঃ তুলজাপুরকার সামলে নিলেন। যে সব দুর্বৃত্তরা পাহাড়ের গা বেয়ে পালাতে চেষ্টা করছিল, স্টেন গানের বার্‌সট্‌ ফায়ার তাদের ঝাঁঝরা করে দিল। তারপর নীচের সুড়ঙ্গ মুখের ভিতরেও পর পর টীয়ার গ্যাস্‌ ফাটানো হলো।

মিঃ ভোস্‌লে নীচের ওসব ঘটনা কিছু দেখলেন, কিছুটা বুঝে নিলেন। তারপর ডঃ সেন আর পৃথ্বীরাজকে দুর্গের চূড়ায় অপেক্ষা করতে বলে দলবল নিয়ে গুহার মধ্যে গেলেন।

বাছাই চারজন পুলিশ গ্যাস্‌-মাস্ক পরে, তীব্র ফোকাস লাইট জ্বেলে, স্টেনগান হাতে নিয়ে সুড়ঙ্গে নেমে গেল। মিঃ ভোস্‌লে তাদের পরিচালনা করছেন। সুড়ঙ্গের মুখ ছোট, কিন্তু যত নীচে নেমে গেছে, সুড়ঙ্গ বেশী চওড়া হয়েছে। তিন চারজন লোক সোজা হয়ে সিঁড়ি বেয়ে পাশাপাশি নেমে যেতে পারে। কিছুটা দূরে দূরে এঁকে বেঁকে নেমে গেছে সুড়ঙ্গ। তার প্রতি বাঁকে ছোট ছোট গুহা ঘর অনেক। সেইসব খোলা গুহা ঘরে বেশ বড় বড় কাঠের বাক্স রয়েছে। বিরাট বড় বড় তালা লাগানো সেগুলোতে।

এসব দেখার সময় নেই তখন মিঃ ভোস্‌লের। তিনি সুড়ঙ্গটাকে 'বম্‌বিং অপারেশন' করে, সব দুর্বৃত্তদের নীচের গুহা মুখের বাইরে বের করে দিতে চান। কারণ, সেখানে জনসাধারণ দর্শক হিসেব উপস্থিত

নেই, কিন্তু যদি দুর্গের চূড়া দিয়ে ওরা বেরুতে চায় তবে 'এন্‌কাউণ্টারে' অনেক সাধারণ লোক মারা যাবে। পাহাড় চূড়ায় প্রচুর লোক জমেছে।

মিঃ ভোস্‌লে বার বার সাবধান করে চলেছেন সঙ্গীদের। সুড়ঙ্গের মধ্যে উল্টোপাল্টা গুলি ছুঁড়লে রে-কোসেট্‌ করে নিজের গায়েই লাগতে পারে। অনেকটা নীচে নামার পর একটি বাঁক ঘুরতেই, একজন পুলিশের হাতের টর্চটি গুলি লেগে পড়ে গেল। যতদূর সম্ভব দেওয়ালের গায়ে লেপ্‌টে থেকে স্টেনগানের গুলির বন্যা বইয়ে দিল পুলিশরা। তারপর অনেকক্ষণ আর কোন সারাশব্দ নেই।

হঠাৎ নীচের গুহা মুখে প্রচণ্ড বোমা ফাটার আওয়াজ এলো। পরপর অনেক বোমা ফাটিয়ে অবশিষ্ট দুর্বৃত্তরা সুরঙ্গ থেকে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু এবার মিঃ তুলজাপুরকার ভুল করেন নি। সুড়ঙ্গের মুখ পাহারা দেবার এমন ব্যবস্থা করেছেন যে একটি কাঠবিড়ালীও গুলি না খেয়ে পালাতে পারবেনা।

হলোও ঠিক তাই। প্রচণ্ড বোমাবাজি করে, সেই ধোঁয়ার আড়াল নিয়ে দুর্বৃত্তরা পালাতে চেয়েছিল। কারণ উপর থেকে স্টেনগানের গুলির হিস্‌হিসানী ক্রমশঃ কাছে আসছিল। মিঃ ভোস্‌লের পুলিশ দল, প্রতিটি বাঁকে নেমে আসার আগে প্রচণ্ড গুলি চালাতে চালাতে আসছিলেন। যাকে বলে চিরুনি অভিযান অর্থাৎ রিয়াল্‌ কম্‌বিং অপারেশন।

আঠাশ

প্রথমে তুজন লোক বেড়িয়ে আসতেই মিঃ তুলজাপুরকারের লোকেরা তুজনকেই বুলেটে ঝাঁঝরা করে দিল। তুদিক থেকে বাধা পেয়ে, পালাবার পথ নাই দেখে, তুর্বৃত্তরা গুহার মুখের বাইরে তাদের রাইফেল, রিভলবার ছুড়ে ছুড়ে ফেলে দিয়ে চীৎকার করে বললেন :

—হাম লোক হাতিয়ার ডাল দিয়া, গোলী মাত চালাও—

মাথার উপর হাত তুলে একে একে আটজন তুর্বৃত্ত সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এলো। আর তাদের পিছনে পিছনে উদ্ধত হস্তে স্টেনগান নিয়ে একে একে মিঃ ভোস্‌লে ও অন্য পুলিশরা বেরিয়ে এলো। মিঃ তুলজাপুরকারের লোকেরা আটজনকে বন্দী করে নিয়ে গেল। তারপর এখানে সেখানে পড়ে থাকা মৃতদেহগুলো পাহাড়ের নীচে নিয়ে যেতে বলে, মিঃ ভোস্‌লে আবার সুড়ঙ্গ পথে অনেক লোকজন নিয়ে তুর্গে ফিরে চললেন।

বেলা প্রায় তিনটের সময় তুর্গের চূড়ায় প্রচণ্ড ভীড় জমে গেছে। সুড়ঙ্গের মধ্য থেকে একে একে সাতটা ছোট সিন্দুক, ছত্রপতি শিবাজীর মূর্তির পাদদেশে এনে রাখা হ'লো। পৃথ্বীরাজ তখনও কাঁদানে গ্যাসের জন্য কেঁদে যাচ্ছে। রুমাল ভিজিয়ে ডঃ সেনও চোখ মুছছেন।

সাতারার কালেক্টার এবং পুলিশ সুপার মিঃ ভোলেরাও দাঁড়িয়ে সিন্দুকের ডালা খোলা দেখছেন। কিন্তু কিছুতেই মান্ধাতার আমলের তালাগুলো খোলা গেল না। বন্দী তুর্বৃত্তদের কারও কাছে চাবি নেই। অনেক জেরা করার পর জানা গেল, চাবিগুলোর কথা একজন লোকই শুধু জানে। সে হ'লো রঘুবীর কালে। গাজী মস্তানের ডান হাত রঘুবীর কালে। দেশের কোন জেল তাকে বন্দী

করে র‍্যখতে পারে নি। জেল থেকে পালানোর রেকর্ড করেছে রঘুবীর কালে।

প্রতাপগড় দুর্গের চূড়ায় ছত্রপতি শিবাজীর মূর্তির পায়ের কাছে রাখা সিন্দুকের তালা ভেঙে যখন ডালা তুলে ধরা হ'লো, তখন পৃথ্বীরাজের চোখে অবাক বিস্ময়। সকলেরই প্রায় সেই অবস্থা। ছ'টি সিন্দুকের মধ্যে রয়েছে থরে থরে সাজানো সোনার বিস্কুট। সূর্যের আলো পড়ে সেই বিস্কুটগুলো ঝিকিমিকি করছে। আর সপ্তম সিন্দুক বোঝাই ছিল সহস্র হাত ঘড়ি আর সহস্র গ্যাস্ লাইটার। পৃথ্বীরাজের মনে পড়ে গেল, রত্নগিরির সিপাই পাণ্ডারী বিড়ি ধরাতো দামী গ্যাস্ লাইটার দিয়ে। সেটাও যে স্মাগল করা হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

আশাতীত সাফল্যে মিঃ ভোস্‌লে পরিশ্রান্ত হলেও বেশ চঞ্চল। হাসি মুখে বললেন :

—ডঃ সেন, প্রতাপগড় ফোর্ট যেন ভারতের ফোর্টনক্স হয়ে গেছে, তাই না ?

পৃথ্বীরাজ কোনও বইয়ে পড়েছিল, ফোর্টনক্স হ'লো, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মজুত স্বর্ণ ভাণ্ডার। মহারাষ্ট্রে এসে সব কিছুতেই তার শিবাজীর স্মৃতি মনে আসছে। পৃথ্বীরাজ বলল :

—ছোট মামা, এত মজুত সোনা যদি ছত্রপতি শিবাজীর সময়ে প্রতাপগড়ে পাওয়া যেত, তবে তার সুরাট অভিযানের প্রয়োজন হ'তো না, তাই না ?

সবগুলো সিন্দুক নামাবার ব্যবস্থা করে, দলবল নিয়ে সবাই নীচে চলে গেল। সব ক'টা মৃত দেহ মহাবালেশ্বরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হয়ে গেল। যারা আহত তাদের মধ্যে কয়েকজন পুলিশও আছে, তাদেরও মহাবালেশ্বর পাঠানো হ'লো।

উনত্রিশ

গোরেগাঁওর বসতির উঠোনে বসে চা খেতে খেতে মিঃ ভোস্‌লে বললেন ঃ

—পৃথ্বীরাজ, এবার মহাবালেশ্বর যাবে তো ? না আরও কিছুদিন গোরেগাঁও থেকে যাবে ? বলেই তিনি মিটি মিটি হাসছেন।

—আমার স্কুল খুলতে দেরী আছে। কিন্তু বাড়ীতে কি হচ্ছে কে জানে ! ইচ্ছে হয় এখুনি কলকাতা চলে যাই।

পুলিশ সুপার বললেন ঃ ডঃ সেন, পৃথ্বীরাজ এখানে বেড়াতে না এলে, আপনিও আসতেন না। আর চোরাচালানদার, স্মাগলারদের খবরও আমরা পেতাম না। আমরা ভাবতেও পারি নি, এত ডিপ ইনসাইডে স্মাগলাররা ঘাঁটি বানাতে পারে। প্রতাপগড় ফোর্ট কোস্ট লাইন থেকে অনেক দূরে, তাই না ?

—সে কথা সত্যি ! কাস্টমস্ আর কোস্টগার্ডরা অনেক তৎপর হয়েছে বলেই ওরা বোধহয় দেশের এত অভ্যন্তরে ঘাঁটি করেছে। ডঃ সেন বললেন।

—ডঃ সেন, আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। যতদিন ইচ্ছা সরকারী অতিথি হয়ে আপনারা মহাবালেশ্বরে বেড়াতে পারেন। তাছাড়া বম্বে থেকে কলকাতা এয়ার প্যাসেজ আমরা ব্যবস্থা করে দেব। শুধু বলবেন, কবে ফিরবেন আপনারা। সাতারার কালেক্টর বললেন ঃ

—আপনাকে আবার হয়তো বম্বে আসতে হবে একবার। আমি সরকারের কাছে পৃথ্বীরাজের নাম অ্যাওয়ার্ডের জন্য রেকমেণ্ড করেছি। কি, পৃথ্বীরাজ আবার আসবে তো ?

—আসব, তবে একা নয়। বাবা, মা, দিদির সঙ্গে আসব। আবার মহাবালেশ্বর বেড়িয়ে যাবো সবাই। মহাবালেশ্বর আমার খুব ভাল লেগেছে।

মাওলী বসতি থেকে পৃথ্বীরাজের বিদায় নেওয়া অনেকের কাছে খুবই দুঃখের হয়েছিল। এক সময় অসহায় ছেলেটিকে ওরা খুব ভালবেসে ফেলেছিল। কিন্তু সব থেকে যে বেশী কষ্ট পেয়েছিল, সে হ'লো ছোট্ট মাওলী মেয়ে হীরামন। গোরেগাঁও ছেড়ে আসার সময় সেই আদিবাসী মেয়েটিকে পৃথ্বীরাজ কোথাও খুঁজে পেল না। তাকে কিছু বলা হলো না।

শেষ